শ্রীহট্টবিজয় কাব্য।



আবু যেকারিয়া মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী
প্রণীত।



প্রথম সংস্করণ।



১৩১৯

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কাকিনা,
শাহাবিয়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

This

Poetical work

is

Dedicated

To

Major D. Herbert Esqr. I. A.,

As

An humble token of the

AUTHOR'S

Sincere esteem and great regard.

উৎসর্গপত্র।

মহামতি হারবার্ট শ্বেতকুল-রতন।
ডাওগ্লাস-শিরোমণি বুধজন-ভূষণ॥
বীরকুল চূড়ামণি তাই বীর পদবী।
হেন গুণিজন বিনে সংসার ই অটবী॥
দীনহীন দুখিজনে সদা যাঁর করুণা।
পরহিত তৎপর পর তরে বেদনা॥
অতি শিষ্ট অমায়িক অহমিকা বিহীন।
আশ্রয়ে বাঁচয়ে যাঁর সহস্র দীনহীন॥
আমি অতি দীনহীন লভি যাঁর শরণ।
করিয়াছি শিক্ষালাভ পদমান অর্জ্জন॥
অসীম করুণা যাঁর এই দাস উপরে।
কতরূপে ঋণী আছি বাখানিব কি করে'॥
কৃতজ্ঞতা-পরিচিহ্ন কি দিব তাঁহায় রে।
দেশে দেশে ভ্রমিতেছি উদরের দায় রে॥
তাই তপ্ত অশ্রু দিয়ে করে' কাব্য রচন।
ভক্তিভরে তাঁর করে করিলাম অর্পণ॥

বিনয়াবনত—

গুটাটীকর, শ্রীহট্ট। ইব্রাহিম আলী

১লা ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল। গ্রন্থকার।

উপক্রমণিকা।

কতিপয় বিদ্যোৎসাহী বন্ধু-বান্ধবের আগ্রহ ও উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া, অবকাশ সময়ে রচিত এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি অদ্য জনসমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইলাম।

সময়াভাব বশতঃ এবং নানারূপ অশান্তি নিবন্ধন গ্রন্থখানির বিষয়-গুরুত্বের মর্য্যাদা যথাযথ রক্ষা করিতে সমর্থ হই নাই; কেবল উপাখ্যানটি মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দে রস ও ভাব যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া কাব্যাকারে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র। কতদূর সফলকাম হইয়াছি বলিতে পারি না। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ স্ব স্ব উদারতা গুণে এই অকিঞ্চনের ত্রুটি ও ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক নহে, —ইতিহাস-মূলক। ঐতিহাসিক ঘটনাটি অবতরণিকায় পদ্যাকারে মোটামোটি ভাবে বর্ণনা করিলাম।

মৌলভী নাশির উদ্দিন হায়দর-বিরচিত "সুহেল-ই-এমন" গ্রন্থে, আফ্রিকা দেশস্থ তাঞ্জিয়ারাধিবাসী আবু

আব্দুল্লা মোহাম্মদ ইব্‌নে বতুতা নামক সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয়ের "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" এই-কাহিনী বিবৃত আছে ও দেশ-প্রচলিত কিম্বদন্তীতে আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে। উপরোক্ত মহোদয়ত্রয়ের গ্রন্থ-সন্নিবেশিত ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি রচনা করিয়াছি। কাযেই চিরকাল তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

হিন্দু ভ্রাতৃবর্গ দেশকালপাত্র বুঝিয়া, মোসলমান-গণের ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডে প্রতিবাদ করতঃ উভয় সমাজের মধ্যে বিদ্বেষভাব জাগরিত না করিয়া, যাহাতে মিলিয়া-মিশিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র বসতি করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুযায়ী কর্ত্তব্য পালন করেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইল। ইহা যদি উভয় সমাজের মধ্যে একতা সংস্থাপনে বিন্দু-মাত্রও সহায়তা করে, তবে পরিশ্রম সফল মনে করিব।

উপাখ্যানটি যৎপরোনাস্তি শোকোদ্দীপক। কাযেই ভাব-সামঞ্জস্য সংরক্ষণ নিবন্ধন ও সত্যের অনুরোধে কোনও কোনও স্থানে দুই একটি অপ্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি, হিন্দু পাঠকবর্গ এই অপরাধ অনিবার্য্য জ্ঞানে ক্ষমা করিবেন।

"বাসনা"-সম্পাদক কাকিনা নিবাসী কবিবর শ্রীযুক্ত মৌলভী শেখ ফজলল করিম সাহেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক অতীব যত্নসহকারে এই গ্রন্থখানির প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আজীবন ঋণী রহিলাম।

যারপর নাই চেষ্টা করা স্বত্বেও গ্রন্থের কোনও কোনও স্থানে মুদ্রাঙ্কন দোষ রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

সমাজের উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি।

তুষভাণ্ডার, রংপুর।
১লা ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল।

গ্রন্থকার।

অবতরণিকা।

-০:*:০-

(১)

শেখ-কুল-অবতংশ,
মোস্লেম পরমহংস,
"এমন নক্ষত্র" পূত-প্রভ জ্যোতির্ম্ময়।
শেখ শা জালাল পীর,
মহাজন, ধর্ম্মবীর,
কোরেশজ শেখ ইব্রাহিমের তনয়॥

(২)

মহাবংশ-সমুদ্ভূত,
অলৌকিক গুণ-যুত,
ক্ষণ-জন্মা তপোধন নর নরোত্তম।
হৃদি বিভু-প্রেমাধার,
আস্যে বিভাসিত যাঁর
পূত প্রভা দিব্য-আভা অতি নিরুপম॥

(৩)

জাতপীর শা জালাল শৈশব-জীবনে,
হয়ে পিতৃমাতৃহীন,
মহাপদে সমাসীন,
ভাসিলেন ভব-নিধি-অকূল-জীবনে ॥

(৪)

বিধাতা সদয় হয়ে কৈলা সদুপায়,
সৈয়দ-কুলজ-পীর,
খুল্লতাত শা কবির,
পুত্রভাবে নিজ গৃহে পালিলেন তাঁয়।

(৫)

একদা বনে কেশরী,
মৃগ-কুল-জাত-অরি,
ধরেছিল মৃগশিশু করিতে আহার।
শুধু নেত্র-তেজ-বলে,
তাড়াইয়া সে শার্দ্দূলে,
কৈশোরে করিলা পীর শাবকে উদ্ধার ॥

(৬)

হেরে অলৌকিক গুণ আ'মদ কবির,
ভাবিয়া কালেতে ছেলে হবে ধর্ম্মবীর,
শুভদিনে শুভক্ষণে,

দীক্ষা দিয়ে সযতনে,
পবিত্র ইশ্লাম ধর্ম্ম করিতে প্রচার ;
ধর্ম্ম উপদেশ দানে,
উদ্ধারিতে হিন্দুস্থানে,
প্রেরিলেন শা জালালে ভারত মাঝার ॥

(৭)

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারব্ধ সময়,
তিন শত ষাঠি সঙ্গে,
ধর্ম্মমদে মাতি রঙ্গে,
দিল্লীধামে আসি পীর হ'লেন উদয় ॥

(৮)

দিল্লীশ্বর আলাদিনে করিয়া দীক্ষিত,
পুরী পাশে নিবসিয়া,
ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়া,
সাধিতে লাগিলা পীর মানবের হিত ॥

(৯)

দেখ কি কালের গতি,
হেথায় শ্রীহট্ট-পতি,
গোবিন্দ উঠিল মাতি মোশ্লেম-বিদ্বেষে ;
অত্যাচার সমাচার,

হয়ে হয়ে পরচার,
ক্রমে ক্রমে দিল্লীতক্ পহুঁছিল এসে।

(১০)

বুর্হান উদ্দিন নামে প্রজা একজন,
স্বপ্নাদেশে পুত্র তরে,
কোর্ব্বানি মানস করে,
লভেছিল পুত্র এক ইন্দু-নিভানন।

(১১)

সপ্তম দিবসে গোরু করিয়া কোর্ব্বানি,
সকাতরে ভক্তিভরে,
মানস পূরণ করে,
পুত্র-শুভ-কামনায়, যথা স্বপ্নবাণী।

(১২)

গো-কোর্ব্বানি-বার্ত্তা শুনে গোবিন্দ রাজন,
ক্রোধে অগ্নি মূর্ত্তি হৈয়া,
পিতা-পুত্রে আনাইয়া,
পিতার করিল এক বাহু বিচ্ছেদন
পুত্রে দিল নরবলি চামুণ্ডা সদন।

(১৩)

অত্যাচারে জর জর বুর্হান তখন,
মরে বেঁচে দিল্লীধামে করিল গমন।

লুঠি দিল্লীশ্বর-পায়,
কেঁদে কেঁদে উভরায়,
আমূল শোক-বৃত্তান্ত কৈল নিবেদন।
হাঁপাতে হাঁপাতে করি অশ্রু বরষণ॥

(১৪)

মর্ম্ম-বিদারক বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
দিল্লীশ্বর আলাদিনে,
ভ্রাতুষ্পুত্রে ডেকে এনে,
সসৈন্যে শ্রীহট্ট দেশে করিলা প্রেরণ,
প্রতিশোধ নিতে করি বৈর-নির্য্যাতন।

(১৫)

ইতঃপর দূতমুখে করি আকর্ণন
সিকন্দর পরাজিত,
সৈন্য তাঁর সন্ত্রাসিত,
সৈয়দ নাসির বীরে করিলা প্রেরণ,
সঙ্গে খ্যাতনামা যোদ্ধা দিলা অগণন।

(১৬)

পৈশাচিক অত্যাচার হয়ে বিজ্ঞাপিত,
সমস্ত মোস্লেম জাতি কৈল উত্তেজিত।
হয়ে বদ্ধপরিকর,
জালাল সন্ন্যাসীবর,

সন্ন্যাসীর দল সহ চলিলা শ্রী
দিল্লীশ্বর সেনাপতি,
বীরবর মহামতি,
নাসির সসৈন্যে আসি মিলিলেন বাটে,
সম্মিলিত অনীকিনী চলিল শ্রীপাটে।

(১৭)

হেথা সিকন্দর শাহ যুদ্ধে পরাজিত
গোবিন্দের অগ্নিবাণে,
মন্ত্রসিদ্ধ খরসানে,
বিধ্বস্ত মোস্লেম সৈন্য ভীতি-সন্ত্রাসিত।

(১৮)

নারিয়া আটিতে রণে করি পলায়ন,
সিকন্দর সৈন্যসহ,
ভাবিছেন অহরহঃ,
অনুবল প্রতীক্ষায় চিন্তান্বিত মন।

(১৯)

অকস্মাৎ "অর্দ্ধচন্দ্র" পতাকা ঈক্ষণে,
মাতিয়া উঠিলা সবে,
"আল্লাহু আকবর" রবে,
পূজিলা বিশ্বপিতায় উল্লাসিত মনে।

(২০)

অতঃপর উভদলে হয়ে সম্মিলিত,
জালালের প্রতিভাতে,
রণে বিনা রক্তপাতে,
গোবিন্দের সৈন্যদল করে পরাজিত,
অনায়াসে রাজ্যপাট কৈলা অধিকৃত।

(২১)

সিকন্দরে রাজ্য দিয়া শা জালাল পীর,
গুরুর অনুজ্ঞা মত,
স্বাদ-রস-গন্ধযুত,
মৃত্তিকা পাইয়া স্থিতি করিলেন স্থির।

(২২)

তাঁর অনুকম্পা গুণে শ্রীহট্ট যুড়িয়া,
অবিদ্যা-তামস নাশি,
পূত-প্রভা পরকাশি,
ইশ্লামের "অৰ্দ্ধ চন্দ্র" উঠিল নাচিয়া।

(২৩)

কে হেন কঠোর প্রাণ নির্ম্মম অহৃদী ?
শুনে এই শোক-গাথা,
কার না হৃদয়ে ব্যথা,

উথলিত উচ্ছ্বসিত মর্ম্মস্থল বিঁধি ?
কে হেন কঠোর প্রাণ নির্ম্মম অহৃদী ?

(২৪)

শা সিয়ার বংশধর কবিকুলাধম,
উক্ত শোকগাথা ধরে,
এই কাব্যগীতি করে,
ভক্তিভরে সকাতরে,—
অর্পিল সমাজ করে,
আশা, কোল পেয়ে করে সফল জনম।
অযোগ্য কবির এই প্রথম উত্তম॥

গুটাটীকর, শ্রীহট্ট।
১২ই পৌষ,
১৩১৮ সাল।

বিনয়াবনত—
ইব্রাহিম আলী
গ্রন্থকার

শ্রীহট্টবিজয় কাব্য।

(প্রথম খণ্ড।)

প্রথম সর্গ।

এই যে সুরম্য পুরী সুরমার তীরে—
কত রম্য হর্ম্ম্যরাজি শোভে ইতস্ততঃ !!
"সর্ব্বানন্দ বিজয়তে" অঙ্কিত পতাকা
সদর্পে উড়িছে ওই প্রাসাদ চূড়ায়,
পত পত পত শব্দে পবন নিঃস্বনে;
কত মঞ্জু কুঞ্জবন কত উৎস ধারা,
সৃজিয়াছে প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর !!
এই কি শ্রীহট্টপুরী গোবিন্দের পাট ?
শিব শৈল বিরাজিত সন্নিকটে যার
সার্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণেতে মহাপীঠ স্থান
লিঙ্গরূপী সর্ব্বানন্দ অধিষ্ঠিত যথা ?
অদূরে ঈশান কোণে ভৈরবী আলয়,
মহালক্ষ্মীরূপে যথা বিরাজেন সতী ?

এই কি শ্রীহট্টপুরী সান্নিধ্যে যাহার
চৈতন্য প্রভুর পিতৃ ভদ্রাসন বাটী ?
অদূরে প্রতীচ্যদিকে লাউড় অঞ্চল,
অদ্বৈত প্রভুর জন্ম নবগ্রামে যথা ?
প্রাচ্যদিকে রাজে যার বামজঙ্ঘা পীঠ
ভৈরব "ক্রমদীশ্বর" "জয়ন্তী" ভৈরবী ?
এই কি শ্রীহট্টপুরী বক্ষঃস্থলে যার
শাহ জালালের দর্গা সদর্পে বিরাজে ?
সহস্র সহস্র লোক নিশি দিন যথা
ধ্যান উপাসনা মগ্ন পুণ্য কামনায় ?
এই কি শ্রীহট্টপুরী হেথা সেথা যার
অসংখ্য পবিত্র দর্গা "মাজার"* বিরাজে ?
এই সে শ্রীহট্টপুরী ; ওই সে প্রাসাদ,
গোবিন্দের সিংহাসন অভ্যন্তরে যার।
এই যে প্রাসাদ পার্শ্বে চামুণ্ডা মন্দির,
কঙ্কালবদনা কালী অধিষ্ঠিতা যথা—
গলে নর-মুণ্ড-মালা বহ্নি-শিখা ভালে,
পদ-তলে শূলপানি মূরতি ভীষণ !
ওই যে বসিয়া সেথা গোবিন্দ-ভূপতি ;—
সম্মুখেতে রাজদণ্ড কনক-মণ্ডিত,

* মাজার—মোস্লেম তাপসের সমাধি স্থান।

মস্তক উপরে ওই রাজ-ছত্র শোভে,
দুই পার্শ্বে দুই জন চামর দোলায়।
নাতি স্থূল, নাতি সূক্ষ্ম নৃপতির দেহ,
শ্যাম বর্ণ, দীর্ঘ বাহু, কুঞ্চিত ললাট,
মস্তকে মুকুট,—মণি-মাণিক্য খচিত,
গলে রুদ্রাক্ষের মালা করে নিষ্কাসিত
খরধার অসি। মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর !!
সম্মুখেতে সেনাপতি, প্রধান সচিব,
অমাত্য মণ্ডলী, স্ব স্ব আসন উপর
উপবিষ্ট ; যোড় করে আছে দাঁড়াইয়া
আরো আরো বহু কর্ম্মচারী, তুষ্ণীম্ভাবে।
সকলই সন্ত্রস্ত কবে কি হয় আদেশ।
হেনকালে দূত এক সাক্ষাৎ শমন
কহিতে লাগিল যোড় করে "মহারাজ !
রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি, নাহি উপদ্রব,
দস্যু তস্করের ভয় নাহিক কোথাও,
নাহিক দুর্ভিক্ষ নাহি মড়কের ভয়,
নিরাতঙ্কে দিনপাত করিতেছে সবে ;
কিন্তু মহারাজ ! বলিতে বিদরে হিয়া !
গত কল্য অপরাহ্লে পাতকী যবন
বুর্হান উদ্দিন শেখ—হায় কি নিষ্ঠুর !!

—বধিয়া গোধন এক করিয়াছে কি যে
পুত্রের মঙ্গল তরে,—মরি কি সাহস!
হিন্দু দেশ, হিন্দুরাজ্য, ভয় নাই তার—
কেমনে এ পূত রাজ্যে কি সাহসে হায়!
করিল করিল পাপী এ গর্হিত কায?”
রাগে অন্ধ রাজা যেন অনল-কণিকা
নেত্রে বিনির্গত, অসি আস্ফালিয়া দর্পে
কহিতে লাগিলা “কি বলিলে, কি বলিলে,
কি বলিলে দূত, মম রাজ্যে হেন কাণ্ড!!
কি আস্পর্দ্ধা ম্লেচ্ছ যবনের! নাহি ভয়!
নাহি কিরে দূত প্রাণের মমত্ব তার?
তাড়াইনু রাজ্য হতে যবন প্রজায়,
যম বুঝি রেখেছিল পাপীরে হেথায়;
যাও দূত, যাও ত্বরা আন যেয়ে তারে
পুত্র সহ মম সন্নিধান; প্রায়শ্চিত্ত
করিব এখনি উভয়ের মুণ্ডপাতে;
যাও দূত, যাও ত্বরা বিলম্ব না সয়।”
“যে আজ্ঞা” বলিয়া দূত করিল প্রস্থান।
হেথা সেনাপতি গুরু গম্ভীর বচনে
সবিনয়ে “মহারাজ কর অবধান,
ধৈর্য্য ধর, স্থির হও, বিবেচনা করি

যুক্তি যুক্ত হয় যাহা করহ আদেশ।
যবন দুর্ব্বল নহে, যবন-গৌরব
সমগ্র ভারত জুড়ে আজ প্রতিষ্ঠিত।
নিকটে ঢাকার পাট; যবন নৃপতি,
কে জানে ঘটায় পাছে কোন বিড়ম্বনা,
সমীচীন হয় যাহা কর মহারাজ,
পূর্ব্বাপর বিবেচনা করি অতঃপর।"
তদন্তে সচিববর কহিতে লাগিলা,—
"মহারাজ! সবিনয়ে মম উপদেশ,
অশুভ কাযেতে কাল বিলম্ব উচিত,
সেনাপতি উপদেশ অতি সমীচীন,
পূর্ব্বাপর বিবেচনা ন্যায়ানুমোদিত;
রাগাবেশে কায করে অর্ব্বাচীন যারা,
অবিমৃষ্যকারী নহে ন্যায়পরায়ণ।
ধর্ম্ম অবতার রাজা রাজ্য-ভিত্তি ন্যায়,
অবিচারে অমঙ্গল অতি সুনিশ্চিত।
যবনের প্রতি এবে সুপ্রসন্ন বিধি,
আসমুদ্র ভূমণ্ডলে প্রভুত্ব তাদের।
নিকটে যবন রাজ্য অতি বলবান,
যবনেরা ভীরু নহে—অতি বীর্য্যশালী,
ধর্ম্মমদে মাতোয়ারা নির্ভীক অন্তর;

পরস্পরে ঐক্য ভাব অতি দৃঢ়তর।”
এতেক শুনিয়া এক পাষণ্ড অমাত্য,—
“সেনাপতি সচিবের মন্ত্রণা শ্রবণে,
অতীব বিস্মিত আমি হইনু রাজন!
হিন্দু মোরা—গো-পূজক; কেমনে সহিব
গোধনের অত্যাচার, ওহে ধর্ম্মরাজ?
বৈর নির্য্যাতন স্পৃহা অন্তরে সবার,
বিচারের প্রতীক্ষায় সকলই অস্থির,
ধর্ম্মের রক্ষক রাজা, ধর্ম্ম অবতার।
ধর্ম্মতরে প্রাণ দেয় ধর্ম্মবীর যেবা,
পূর্ব্বাপর বিবেচনা কিসের কারণ?
কর্ম্ম অনুযায়ী ফল ভোগিবে পাষণ্ড;
গোধনে বধিল পাপী যে পুত্রের তরে
চামুণ্ডা সম্মুখে তার করে শিরশ্ছেদ
যে করে বধিল সেই কর করে ছিন্ন,
দেশ হ’তে বহিষ্কৃত করিলে তাহায়,
তবে সে মনের খেদ মিটে সবাকার।”
পূজারি-ব্রাহ্মণ ইতঃপর “মহারাজ!
সচিবের বুদ্ধিশুদ্ধি নারিনু বুঝিতে,
সেনাপতি ভীত কেন তাহাও না বুঝি;
চামুণ্ডা থাকিতে ভয় কিসের কারণ?

ধর্ম্ম রক্ষা করি লভ চামুণ্ডার প্রীতি,
ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা কর মহারাজ,
অমাত্যের উপদেশ করিয়া পালন।
যবন অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য, গোঘ্ন. নরাধম,
যবনের নির্য্যাতন স্বর্গের সোপান।
যবনের ছায়াপাতে গঙ্গাস্নান বিধি,
পাষণ্ডের মুণ্ডপাত ন্যায়ানুমোদিত।”
হেনকালে দূত আসি হল উপনীত,
বুর্হান উদ্দিন সঙ্গে, পুত্র অঙ্কে তার।
কহিতে লাগিল দূত বিনম্র বচনে—
“মহারাজ! এই সেই পাষণ্ড যবন,
ঐ তার শিশু পুত্র ক্রোড়ে অবস্থিত,
যাহার কারণে পাপী বধিল গোধনে।”
রক্তিম-লোচনে, রাগে অগ্নি মূর্ত্তি যথা
গর্জ্জিতে লাগিলা রাজা বুর্হানে আহ্বানি—
“অরে রে দুর্ম্মতি ম্লেচ্ছ কি কর্ম্ম করিলি?
স্ব করে স্ব শিরে কেন কুঠার হানিলি?
এত কি আস্পর্দ্ধা তোর ওরে নরাধম?
নাই কিরে ম্লেচ্ছ তোর প্রাণের আতঙ্ক?
কি সাহসে বল মোর রাজ্য অভ্যন্তরে,
—অতি নিরমল যাহা পূত তীর্থময়

কি সাহসে হেথা তুই করিয়া নিধন
গোধনে, হায় রে পাপী পূত রাজ্যে মম
করেছিস অধর্ম্মের বীজ সংবপন !!
সমুচিত প্রতিফল পাবি রে এখন,
পুত্র-শিরশ্ছেদ আর এক বাহু তোর
বিচ্ছিন্ন হইবে দেবী চামুণ্ডার কাছে,
আমার আদেশে চণ্ডালের খড়গাঘাতে।
আজ রাত্রে মম দেশ ছেড়ে যেতে হবে,
অন্যথায় ঘটিবেক আরো বিড়ম্বনা।”
ভীতি সমাকুল চিত্তে, কম্পিত শরীরে,
বলিল বুর্হান অতি বিনম্র বচনে,—
“মহারাজ! কৃপা করে ক্ষম অপরাধ,
গো-বধ ত করি নাই—করেছি কোর্ব্বানি।
দারা মম বন্ধ্যা ছিল—না জন্মে সন্তান,
মানস করিনু তাই পুত্রবতী হ’লে,
আল্লার নামেতে গোরু করিব কোর্ব্বানি;
খোদার কৃপায় জায়া হ’ল পুত্রবতী,
করিয়াছি তাই রাজা মানস পূরণ।
অনিত্য সংসার রাজা, নশ্বর জীবন,
ভেবে দেখ তব সম বহু বহুতর
নরপাল এসে ভবে দিন দুই চার

সদর্পে সগর্ব্বে বিশ্ব করিয়া কম্পিত
অম্বু বিম্ব সম হেথা হয়েছে বিলীন ;
সুকৃতি দুষ্কৃতি শুধু রহিয়া গিয়াছে।
সংসার অনিত্য রাজা নিত্য পরকাল,
অনিত্যের তরে নিত্যে জলাঞ্জলি দেওয়া
কাঞ্চনের সনে যথা কাচ বিনিময়।
ধর্ম্ম-বিগর্হিত কায করি নাই রাজা,
দয়া করে পুত্রটিরে রেখে দাও প্রাণে।
অদৃষ্টের বিড়ম্বনা বুঝিলাম সার,
কেন বা বিধর্ম্মী রাজ্যে করিনু বসতি ?
পুণ্য কাযে পাপ হ'বে আগেত না জানি,
বিধির প্রপঞ্চ মায়া বুঝা অতি ভার।
মহারাজ শিরশ্ছেদ করহ আমার,
পুত্রটিরে রাখ তার মায়ের অঙ্কেতে।"
"কি বলিস্ রে পামর পাষণ্ড দুর্ম্মতি"
গর্জ্জিয়া উঠিলা পুনঃ গোবিন্দ রাজন—
"আমার আদেশ কভু না হবে লঙ্ঘন,
সমুচিত প্রতিফল পাবি তুই এবে।
আয়রে চণ্ডাল আয় নিয়ে যারে এরে,
কার্য্যে পরিণত কর্ আদেশ আমার।
পুত্র-শব বসনেতে করিয়া বন্ধন,

বুর্হানের গলদেশে দিবে ঝুলাইয়া।"
চণ্ডাল যমের চর খড়্‌গ হস্তে ত্বরা,
নিয়ে গেল বুর্হানেরে চামুণ্ডার কাছে।
বুর্হান কহিল ধীরে "ভাই রে চণ্ডাল
ছাড় মোরে ক্ষণেকের তরে, দেখে নেই
আঁখি ভরে তনয়ের মুখ চিরতরে,
ডেকে নেই একবার জগত-পিতায়।"
করুণা উদয় হ'ল চণ্ডালেরো মনে,
কহিল চণ্ডাল "আচ্ছা দিলাম সময়,
সেরে নেও তাড়াতাড়ি কি কায করিবে,
দেখে নেও ভাল করে তনয়ের মুখ।"
জানু পাতি পুত্র কোলে বুর্হান তখন,—
"জগ-কারণ পালন ধ্বংসকারী;
ভব-সাগর-ভেলক হে স্বয়ম্ভো!
করুণা কর না কর ভঙ্গ আশা;
পাপী পাপ তাপে কাঁদে তার তারে।
"তুমি না তারিলে যাবে কার দ্বারে?
স্বয়ম্ভু বিনা ডাকিবে কারে প্রভো!
পাপ তাপহারী যেবা তারক সে;
তার না তার নামে কলঙ্ক রবে।
মায়া-মোহ-বশে করে পাপ বন্ধু,

অনুতাপানলে এবে চিত্ত দহে,
মায়ামুগ্ধ নর, কদাচার-লীন,
কুমতি প্ররোচিত, কুমার্গ গতি।
মায়া-মোহ-তমো-পাশ ছিন্ন করে,
জ্ঞানালোক দিয়ে এনে মোক্ষ-পথে,
রাখ মোক্ষ-পথে স্বগুণে তাহারে,
করুণাময় পাতকী তারণ হে!
নিজ ধর্ম্মতরে কাল-চক্র-ফেরে,
মহা সঙ্কট আগত শির 'পরে,
পিতা পুত্র দুহি অরি খড়্গতলে,
তব বাঞ্ছা যাহা প্রভো পূর্ণ কর।
এস ভাই কর এবে যাহা লয় মনে,
এখন প্রস্তুত আমি নাহি কোন ভয়।"
চণ্ডাল আসিয়া পুনঃ শুনে এই কথা,
লয়ে গেল পিতা-পুত্রে চামুণ্ডার কাছে।
পৈশাচিক কাণ্ড তথা হ'ল সংসাধিত,
চৌদিকে উঠিল "জয় গোবিন্দের জয়।"

দ্বিতীয় সর্গ

-০ঃ*ঃ০-

এই হিন্দুয়ানীর পার ; ঐ যে কুটীর
জীর্ণ পর্ণ বিনির্ম্মিত, নির্জ্জন, নিভৃত,
গুবাক কদলীতরু বংশ ঝাড় যায়
রাখিয়াছে অন্তরালে দৃষ্টি বহির্ভূত ॥
ওই জীর্ণ কুটীরেতে বুর্হান উদ্দিন
সস্ত্রীক করয়ে বাস নাহি অন্য কেহ—
বিনা শিশু পুত্র এক পরিবারে তার ।
ওই এলোথেলো কেশে বুর্হান-দয়িতা
ভাবিছে অস্থিরা প্রাণে পাগলিনী প্রায়,
ধুলী-বিলুণ্ঠিত-কেশ, কম্পিত শরীর,
আঁখি ছল ছল স্তব্ধ ধ্যানমগ্ন যথা ।
ভাবিছে "হায় রে ! আজ রাজার আদেশে
কেন পতি-পুত্রে মম নিয়া গেল দূত !
হায় রে ! কে আছে মোর কাহারে সুধাই
কে মোরে বলিয়া দিবে কি রহস্য ইথে !

কি যে অমঙ্গল-চিন্তা জাগিতেছে মনে,
কেন প্রাণ মাঝে মাঝে উঠিছে কাঁদিয়া !
কেন যে অজস্র ধারে নয়নের বারি,
গণ্ড বেয়ে পড়িতেছে সম্বরিতে নারি ?
কেন কণ্ঠ শুষ্ক, তৃষ্ণা ঘন ঘন পায় ?
কেন কর্ণ-কুহরেতে ক্রন্দনের রোল
শ্রুত হয় মাঝে মাঝে ! মনে হয় কভু
বাছা মোর চিরতরে গিয়াছে ছাড়িয়া
মর্ত্ত্যধাম ; ওই যেন বিরাজে স্বরগে !!
ওই যেন ডাকিছে আমায় ! কবন্ধ যে !!
বাছা তোর মস্তক কোথায় ? কেরে বাছা
কোন্ প্রাণে তোর করিয়াছে শিরশ্ছেদ !
একি ! একি ! একি দৃশ্য ভাসিছে নয়নে !!
হায় ! হায় ! একি স্বপ্ন দুশ্চিন্তা প্রসূত !
স্বপ্নই বা বুঝি ; ঐ যে আসিছেন পতি।
হায় ! ঐ কি পতি মোর ? পুত্র কোথা তবে ?
হস্তহীন কেন ইনি ! একি দশা হায় !!
হায় পতি ! হায় স্বামি !! পুত্রধনে মোর
কোথা রেখে এলে ? হায় রে ! মায়ের কোল
কে করিল খালি ! কে ডাকিবে মা, মা বলে ?
হা পুত্র ! হিলাল !! দাঁড়ারে দাঁড়ারে বাছা !!

নিয়া যারে জননীরে সঙ্গে, দাঁড়া বাছা!
এই যে জননী; পতি বিদায়! বিদায়!!
এ জনমে শেষ দেখা ক্ষম অপরাধ।”
বজ্রাহত ছিন্ন-শাখ মহীরুহ যথা
বুর্হান উদ্দিন শেখ এ যে দাঁড়াইয়া,
সম্মুখে তশ্লিমা বানু, হিলাল-জননী,
অর্দ্ধাঙ্গিনী তার, লভিয়াছে চির-নিদ্রা,
প্রাণ তার গিয়াছে উড়িয়া স্বর্গধামে,
যথা পুত্রধন তার করেছে প্রয়াণ
চিরতরে; গলে ঝুলে হিলালের শব,
দক্ষ-সূতা-শব যথা স্কন্ধে শঙ্করের;
নেত্র স্থির, বাষ্পাকুল অশ্রু বিগলিত।
একে একে কত চিন্তা উঠিছে পড়িছে,
হৃদয়ের অন্তঃস্থল করে আলোড়িত,
কেমনে বাহির হয়ে দেশ পর্য্যটনে
কালচক্রে আসিলেন শ্রীহট্ট নগর
অর্দ্ধাঙ্গিনী সহ,—কালের কুটিলা গতি,
বিধির নির্ব্বন্ধ—স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হয়ে
মানিলেন গো-কোর্ব্বানি পুত্র কামনায়;
কি করে লভিলা পুত্র, কিরূপে আবার
জায়া-পুত্র হারাইয়া বহিছেন এবে

জীবন্ত সমাধি, শুধু ধরণীর ভার।
ভাবিতে লাগিলা পুনঃ "হায় রে! নিষ্ঠুর
অতি নিদারুণ বিধি কি দোষে আমায়
অকূল জলধি মাঝে দিলে ভাসাইয়া?
এক মাত্র মিত্র ছিল কলত্র আমার,
তারেও হরিয়া নিলে এবে শুধু একা;
মানব(ই) ত আমি প্রভো রক্ত-মাংসধারী,
কেমনে সহিব এত দুঃসহ যাতনা?
হিন্দু দেশ, হিন্দু রাজা, হিন্দু অধিবাসী
তাতে আমি সকলের অপ্রীতিভাজন
ভাগ্যদোষে; এবে আমি কি করি উপায়!
আজ নিশিযোগে দেশ ছেড়ে যেতে হবে,
রাজার আদেশ দেশে হয়েছে ঘোষিত,
কাল প্রাতে যেবা মোরে হেরিবে হেথায়,
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে দিয়ে ঘুরাবে নগর
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে, করে লাঞ্ছনার শেষ!!
একি লীলা ভবধব বুঝিতে না পারি,
পূর্ণিমা নিশিতে শশী রাহু করে গ্রাস!
বল্লরী পল্লবময় প্রসূন-কলিকা,
প্রস্ফুটিত পুষ্প কিন্তু পড়য়ে ঝরিয়া
বাঞ্ছাপুষ্প কলিরূপে ছিল এতদিন,

পুত্ররূপে মুঞ্জরিত হ'তে না হ'তেই
অকালেতে কাল-কীট বৃন্তচ্যুত করে,
ভাসাইয়া দিল মোরে অপার পাথারে !
মোস্লেম-বিদ্বেষ্টা হিন্দু, হাড়ে হাড়ে বদ,
অতীব কঠোর চিত্ত, নির্ম্মম, অহৃদী ;
প্রতিহিংসা-প্রজ্জ্বলিত অন্তর আমার,
প্রতিশোধ লওয়া চাই যেরূপে সম্ভব।
পুত্র-শব গললগ্ন থাকিবে কি মোর ?
ভার্য্যা-শব রবে হেথা ধুলী বিলুণ্ঠিত ?
কর নাই কিরূপে বা করি সমাহিত !
এই কি ছিলরে বিধি নিয়তি-লিখন !!
পড়িয়াছি কোরানেতে "তুমি দয়াময়,
পতিত পাবন, প্রভু, বিপদভঞ্জন,
কৃপানিধি," কৃপা করে দাও পদাশ্রয়,
করুণা করিয়া কর বিপদ মোচন।
অতি দীন হীন আমি, তুমি দীনবন্ধু,
পাপী আমি, তুমি প্রভো পাতকীতারণ
কৃপার্হ অভাগা আমি, তুমি কৃপাসিন্ধু,
নিরাশ্রয় আমি, তুমি বিপন্ন-শরণ।
নিজগুণে অভাগারে করহ উদ্ধার,
সত্যের মহিমা প্রভো দেখাও জগতে,

পাষণ্ড রাজার দেশ করি ছারখার,
ইশ্লামের পূত প্রভা বাড়াও মরতে।”
বুর্হান ধ্যানেতে মগ্ন বাহ্য জ্ঞানহীন,
মাঝে মাঝে অন্তঃস্থল করিয়া বিদীর্ণ—
বিনির্গত শোকোচ্ছ্বাস হা হুতাশ সনে,
অগ্নি-গিরি অভ্যন্তর আগ্নেয় উৎপাতে
বিদীর্ণ হইলে যথা ধাতব নিস্রাব
উৎক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত হয় ধূম্রশিখা সহ।
হেনকালে তিনজন শ্বেত বস্ত্রধারী
—আচ্ছাদিত বসনেতে আপাদ মস্তক—
মানব কি স্বরগের সন্দেশবাহক,
পুরুষ কি স্ত্রী, কিছু বুঝা নাহি যায়
অকস্মাৎ উরিলেন বুর্হানের কাছে ;
মধুর পীযূষবাক্যে সান্ত্বনিয়া তায়—
হিলালের শবদেহ লইলেন কেড়ে,
মাতা-পুত্র উভয়েরে করাইয়া স্নান
“কাফন”* “জানাজা”† করে, করে সমাহিত
আশ্বাসিয়া বুর্হানেরে মধুর বচনে
দিল্লী যেতে উপদেশ প্রদানি তাহায়

* কাফন—পবিত্র বস্ত্র-দ্বারা শবদেহ আচ্ছাদন করা।
† জানাজা—মৃত ব্যক্তির মুক্তির জন্য প্রার্থনা।

অকস্মাৎ হইলেন পুনঃ
ভাবিছে বুর্হান পুনঃ ভেবাচেকা হ'য়ে ;
"কি দেখিনু ! কি শুনিনু ! সত্য না স্বপন !!
সত্যইত ! দেখি আঁখি রগড়িয়া দেখি,
সত্যইত ! বুঝি এরা স্বর্গ-বার্ত্তাবহ,
স্বয়ম্ভূ আদেশে আসি উদ্ধারিলা মোরে,
তাদের আদেশ শিরোধার্য্য ; এবে মোর
দিল্লী ধামে গতি যথা আদেশ তাদের।
মোস্লেমের আধিপত্য ভারত যুড়িয়া,
দিল্লীতে সাম্রাজ্য পাট, ঢাকায় নবাব
সম্রাটের প্রতিনিধি, অতি বলবান।
যাই তবে দিল্লীতেই যাই, আশা হয়,
তথা গেলে পরামর্শ হইবে সুস্থির।
উদ্যোগ করিব এবে প্রাণ করে পণ
অত্যাচার প্রতিশোধ লইবার তরে।
এখনি প্রস্থান করি যাই তবে যাই
শত্রু-রাজ্যে থাকা আর যুক্তিযুক্ত নয়।"

তৃতীয় সর্গ

-০:*:০-

পূর্ণিমা যামিনী ; হাসিতেছে দশ দিক,
ঢালিয়াছে সুধা-ধারা রজনী রঞ্জন,
তরু লতা জল স্থল বিভাসিত করি ।
চকোর চকিত প্রাণে আনন্দে-বিভোর,
পিইছে পীযূষ-ধারা হয়ে আত্মহারা ।
গন্ধরাজ, গাঁদা, বেল, চামেলী, বকুল,
মালতী, গোলাপ, জাতি যূথি অগণন
হাসিতেছে স্থানে স্থানে উজলি বাগান ।
প্রেমাবেশে মাতোয়ারা নৈশ সমীরণ
ভ্রমিতেছে ইতস্ততঃ হরিয়া সৌরভ,
চুম্বি চুম্বি প্রতি পুষ্প, প্রেমে ঢল ঢল ।
সরোবরে কুমুদিনী কান্তে আলিঙ্গিয়া
হৃদয় খুলিয়া সুধা করিতেছে পান,
যুগল মিলনে প্রফুল্লিত অলিকুল
গাইছে সুখের গীতি মধুর ঝঙ্কারে ।

প্রভঞ্জন মন্ত্রমুগ্ধ হেরি এ উৎসব,
প্রেমোচ্ছ্বাসে মাঝে মাঝে করিছে বীজন।
কোথা বা ব্রততী কোন গুরু আলিঙ্গিয়া
উঠিয়াছে ঊর্দ্ধপানে, প্রসূনে মুকুলে
করিয়াছে প্রকৃতির সুষমা বর্দ্ধন॥
মরি কি বিচিত্র শোভা নিকুঞ্জ যুড়িয়া !!
ভ্রম হয় মর্ত্ত্যে যেন বিরাজে নন্দন।
শ্রীহট্ট-মহিষী ওই চপলা সুন্দরী,
বাপীতটে উপবিষ্টা কনক আসনে,
নিকুঞ্জ কাননে রাজপ্রাসাদ সম্মুখে,
চকিতা হরিণী সমা অস্থিরা চঞ্চলা।
উন্নত বপুঃ, যুগ্ম ভ্রূ, বিশাল ললাট,
স্থূল নিতম্ব, বিম্বোষ্ঠ, ঘন কৃষ্ণ কেশ
আপাদ-লম্বিত, গোলাপ-সন্নিভ কপোল,
মৃগাক্ষি সন্নিভ নেত্র অতি মনোরম
মুনি-ঋষি-মনোহর সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠব।
যুবতী রমণী স্ফীতা যৌবনের ভরে,
চিন্তায় মলিনা ক্ষুব্ধা যথা সুধাকর
রাহু গ্রাসে প্রভাহীন বিক্ষুব্ধ মলিন।
হেনকালে অকস্মাৎ আসিয়া ফুল্লরা
রুদ্ধশ্বাসে, ভগ্নকণ্ঠে কহিতে লাগিল—

"মহারাণি! আজ এক অঘট ঘটন
সংঘটিত রাজ্যে তব, অতীব ভীষণ।
এখনো অস্থির প্রাণ কেমনে বর্ণিব;
হেরিয়াছি কাণ্ড মাগো থাকি অন্তরালে।
বুর্হান উদ্দিন নামে জনৈক যবন
অধ্যাসিত এই রাজ্যে সন্নিকটে কোথা
বন্ধ্যা ছিল কামিনী তাহার—তাই মাগো,
স্বপ্নাদেশে গো-কোর্ব্বানি করিয়া মানস—
লভেছিল পুত্র এক, ইন্দু-নিভানন।
মানসানুযায়ী তাই করিল গোবধ;
গো-খাদক তারা মাগো তাদের বিধানে
যজ্ঞ-অর্থে গো-হনন অতি পুণ্য কায,
ছিল যথা সত্যযুগে এই ভূভারতে;
দিদিমা বলেছে মোরে বালিকা বয়সে
আছে নাকি কোথা মাগো শাস্ত্রে আমাদের।
রাজার কোপেতে, মাগো, গোবধ পাতকে,
চামুণ্ডা সাক্ষাতে তার পুত্র-শিরশ্ছেদ
আর তার বাহুচ্ছেদ হয়ে গেল আজ;
বুঝি না মা কবে কি যে রয়েছে অদৃষ্টে!
মূর্চ্ছিতা হইয়া মাগো ছিনু এতক্ষণ
পারি নাই তাই আসি জানাতে তোমায়।"

রাণীর কোমল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া,
উথলিত শোকোচ্ছ্বাস ভেদিয়া মরম।
নেহারিয়া প্রকৃতির শোভা মনোহর,
করতলে ন্যস্ত করে কপোল যুগল,
ভাসিলেন চিন্তাস্রোতে গোবিন্দ-মহিষী।
মনোমাঝে কত চিন্তা উঠিছে পড়িছে,
ভাসিছে চিন্তার রেখা ললাট-দর্পণে।
অন্তঃস্থল আলোড়িত চিন্তার তরঙ্গে,
ঝটিকা দাপটে যথা বঙ্গোপসাগর।
প্রাকৃতিক মনোহর সুষমানিচয়
পীড়িছে হৃদয় যথা বৃশ্চিক-দংশন।
দ্বিতীয়া মহিষী বিনোদিনী এতক্ষণ
নিরজনে একা একা কুঞ্জ পর্য্যটনে
ছিলেন ব্যাপৃত, এবে সহসা হৃদয়ে
পাটরাণী বসে একা জাগিয়া উঠিল।
সত্বর চকিত চিত্তে আসি বাপীতটে,
হেরিলেন মহিষীরে চিন্তা অভিভূতা,
নিস্তব্ধা, বিষণ্ণা, দর দর নয়নাশ্রু
কপোল বহিয়া ঝরিতেছে অবিরল ;
মাঝে মাঝে "আহা" "উহু" শোক বিজ্ঞাপক
হইতেছে বিনির্গত, অন্তঃস্থল ভেদি।

বিনোদিনী আদর্শ রমণী ; মর্ত্ত্যধামে
অতীব দুর্ল্লভ এহেন রমণীরত্ন,
বিদূষী, করুণাময়ী কমগুণখনি,
রূপে গুণে পাটরাণী চপলা সদৃশা,
বিদ্যাবুদ্ধি গুণে কিন্তু বহু শ্রেষ্ঠতর।
"কেন দিদি কেন এত বিষণ্ণ বদন ?"
জিজ্ঞাসিলা বিনোদিনী বিনম্র বচনে।
উত্তরিলা রাজরাণী "হায়, এতদিনে
পূর্ণ বুঝি হল আজ চামুণ্ডা বাসনা !
সহস্র সহস্র অজ মহিষ শোণিতে
মিটে নাই তৃষ্ণা, তাই যবন শিশুর—
—রক্তে আজি চিরতরে হ'ল নির্ব্বাপিত
সে তৃষা, নিষ্ঠুর কাণ্ড জঘন্য ঘৃণার্হ !!
স্মরিতে রোমাঞ্চ আসে দেহে ; নারী আমি
—নারি নেহারিতে—নাহি মানসিক বল
পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা কুকাণ্ড ভীষণ !
সপ্ত দিবসের শিশু বিনা অপরাধে
—এহেন শিশুরো কভু সম্ভবে কি দোষ ?—
কেমনে বধিল হায় ! নৃশংস ঘাতক !!
কেমনে নিষ্ঠুর রাজা এহেন শিশুর
শিরশ্ছেদ করিবারে দিলেন আদেশ !!

ইথে কি বর্দ্ধিত হ'ল ধর্ম্মের গৌরব ?
ইথে কি লভিলা রাজা চণ্ডিকার প্রীতি ?
চক্ষে চক্ষে হেরিতেছি এই মহাপাপে,
স্থবর্ণ শ্রীহট্টপুরী হবে ছারখার ;
আর এই রম্য হর্ম্ম্য গোবিন্দ-প্রাসাদ,
—লোকে লোকারণ্য এবে, মুখরিত যাহা
অহর্নিশি কতবিধ আনন্দ আরাবে,
—সম্পূর্ণ উজাড় ; যথা মানব বসতি
করিবে শ্বাপদ তথা রাজত্ব স্থাপন।
যে অবধি শুনিয়াছি ফুল্লরার মুখে—
দাসী নাকি আদ্যোপান্ত আমূল বৃত্তান্ত
যথাযথ শুনিয়াছে থাকি অন্তরালে—
শিশু মুণ্ড-চ্ছেদ কথা হৃদি বিদারক,
যে অবধি শুনিয়াছি সমস্ত কাহিনী—
কেমনে শিশুর পিতা পুত্র-কামনায়
হায় দুরদৃষ্ট ! মেনেছিল গো-কোর্ব্বানি,
কিরূপে লভিয়া পুত্র স্বয়ম্ভূ কৃপায়
গোবধ করিয়া পূর্ণ করিল মানস,
কেমনে রাজার কোপে তনয়ের মুণ্ড,
আর নিজ বাহু তার চামুণ্ডা সাক্ষাতে
ঘাতকের খড়্গাঘাতে হইল বিচ্ছিন্ন,

যে অবধি শুনিয়াছি সে অবধি সদা
সে লোমহর্ষণ কাণ্ড জাগিতেছে মনে।
কি যে অমঙ্গল চিন্তা দহিছে হৃদয়!
সদাই কম্পিত প্রাণ অমঙ্গল ত্রাসে।
মহিষীরে প্রবোধিয়া গম্ভীর বচনে
কহিতে লাগিলা বিনোদিনী "কেন দিদি
কেন এত হয়েছ উতলা অধিকার
কি আছে মোদের বল সিদ্ধ কার্য্যোপরি?
গতস্য শোচনা নাস্তি বুধের বচন,
কে জানে কাহার কি যে ভবিতব্যতায়
রয়েছে অদৃষ্ট, কি যে নিয়তি কাহার?
অনর্থক শোক-তাপ যুক্তিযুক্ত নয়।
প্রাক্তনের লিপি বোন কে খণ্ডাতে পারে?
মরামর সবি দিদি নিয়তি-কিঙ্কর।
চল এবে গৃহে, রাত হ'য়েছে বিস্তর,
সত্বরই আসিবে রাজা অন্দর মহলে।"

চতুর্থ সর্গ

-০:*:০————

নিশা অবসান ; বায়সেরা ছাদে ছাদে
করিছে চীৎকার উচ্চৈঃস্বরে কা কা নাদে ;
ঘুঘু, বুলবুল, পাপিয়া, দোয়েল, শ্যামা,
কুঞ্জে কুঞ্জে গাইতেছে সুমধুর গান
মধুর কূজনে ; অহো ! যেন উচ্ছ্বসিত
সঙ্গীত-লহরী স্বভাবের কুঞ্জবনে।
তরুণ ভাস্কর উদ্‌গ্রীব উদয়াচলে ;
রক্তিম লোচনে উঁকি মেরে হেরিছেন
প্রাকৃতিক সুষমা নিচয় প্রেমাবেশে ;
প্রকৃতি ব্যাপিয়া প্রতিভাত রক্তিমাভা,
কোথা বা জলপ্রপাত-প্রক্ষিপ্ত-সলিলে
প্রবেশি ভানু-কিরণ, রাম ধনুকের—
সপ্তবর্ণে করিছে রঞ্জিত নীরধারা ;
দৃশ্য কিবা মনোহর নয়নরঞ্জন !!
গোলাপ, চামেলী, বেল, মল্লিকা, মালতী,

রক্তজবা, সূর্য্যমুখী, বকুল, যূথিকা,
হাস্যমুখে ইতস্ততঃ করিছে বিরাজ ;
প্রাভাতিক সমীরণ হেলিয়ে ঢলিয়ে,
গলাগলি কোলাকোলি করিয়া বেড়ায়,
কৃষ্ণ যথা কুঞ্জবনে গোপিনী-বেষ্টিত।
স্বভাবের বাদ্যকর অলির ঝঙ্কারে—
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রী নাচিয়া উঠিছে ;
কালার বাঁশির স্বরে গোপিনীর যথা
নাচিত হৃদয়-তন্ত্রী প্রেমের আবেশে।
আয় লো কল্পনে ! চল হেরি যেয়ে এবে
রাজা-রাণী কি আনন্দে আছেন বিভোর।
গোবিন্দের অন্তঃপুর ঐ কি দেখা যায় ?
উন্নত প্রাচীর ওই চৌদিকে বেষ্টিত।
এই কি প্রাসাদ ওই প্রাচীর তোরণ ?
কত কুঞ্জ, কত উৎস, কত সৌধরাজি,
প্রাচীরের অভ্যন্তরে এযে বিরাজিত,
অন্তঃপুরের শোভা করিয়া বর্দ্ধিত।
ওই কি গো গোবিন্দের শয়ন আগার ?
কত শিল্প কারুকার্য্যে রচিত চিত্রিত।
মরকত স্তম্ভ মণি-মাণিক্য খচিত,
মর্ম্মরের মেজে তায় কনক লেপিত ;

মর্ম্মরের দেয়ালেতে স্বর্ণ লতাপাতা
মর্ম্মরের ছাদ তায় কতবিধ মণি
অয়স্কান্ত, নীলকান্ত আছে ইতস্ততঃ !!
কত শত কারুকার্য্য বাখানিতে নারি,
ধন্য রে ভাস্কর তোর যাই বলিহারি !!
ওই স্বর্ণ কেদারায় গউড় গোবিন্দ,
অদূরে বসিয়া ওই দ্বিতীয়া মহিষী,
নিকটে ফুল্লরা দাসী রচে পুষ্পহার ;
ওই অধোমুখে অতি বিষণ্ণ বদনে
ভাবিছেন কি যে বসে চপলাসুন্দরী।
মরি স্পন্দহীন, মৌনী, স্তবধ, নির্ব্বাক,
দেয়ালে অঙ্কিত নর প্রতিমূর্ত্তি যথা।
হেনকালে চপরাণী প্রথমা মহিষী—
কহিতে লাগিলা ধীরে রাজারে সম্বোধি—
"মহারাজ ! গত নিশি তৃতীয় যামেতে
অতি বিভীষিকাপূর্ণ হেরিনু স্বপন,
কেমনে বলিব হায় ! নেহারিনু যেন
তুমি আমি বিনোদিনী ফুল্লরারে লয়ে,
ভ্রমিতেছি মনোসুখে প্রমোদ কাননে,
করিতেছি মন খুলে কত আলাপন,
হেনকালে অকস্মাৎ যেন পঙ্গপাল

আবির্ভূত কোথা হ'তে সৈনিকের দল
আস্ফালিয়া অসি, অতি ভীষণ দর্শন !
ছিন্নবাহু নর এক তাদের অগ্রণী !!
তোমারে হেরিবা মাত্র রাগে অন্ধ হয়ে—
বরষিয়ে বহুবিধ অকথ্য কথন,
তোমার শত্রুর যেন করে মুণ্ডপাত,
ধরে নিয়ে গেল, হায় আমা সবাকায় !
আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হয়ে করিনু চীৎকার
জাগাইয়া দিল দাসী ফুল্লরা তখন।
যে অবধি হেরিয়াছি এই দুঃস্বপন,
জাগিতেছে বিভীষিকা সদাই অন্তরে,
কাঁপিছে হৃদয় মন রহিয়া রহিয়া—
স্বস্তি নাহি পাই মনে তিলেকের তরে।
বুঝিবা কি অমঙ্গল আনিছ ডাকিয়া,
যবন-শিশুর রাজা দিয়ে নরবলি।
শিশুর কি দোষ ছিল ওহে মহারাজ ?
অবিচারে রাজ্য কারো থাকে কি কখন ?
চক্ষে চক্ষে হেরিতেছি এই মহাপাপে,
সোনার এ পুরী নাথ যাবে রসাতল।
যবনেরো পুত্র, পুত্র আমাদের যথা,
যবনো মানুষ, যথা মানুষ আমরা,

যবনো শরীরী, রাজা রক্তমাংসধারী ;
যবনেরো সুখ-দুঃখ আমাদেরি মত।
ভেবে দেখ মহারাজ কি কর্ম্ম করেছ,
সময় থাকিতে এবে হও সাবধান।”
হাসিয়া বিকট হাসি কহিলা গোবিন্দ—
“হাসি পায় মহারাণী শুনে তোর কথা,
কোন্ গুরু তোরে এই পাঠ শিক্ষা দিল ?
বুঝিবা মিশিয়া কোন ভজনিয়া দলে,
শিখেছিলি প্রেমলীলা অনূঢ়া বয়সে,
বিলাইয়া কৃষ্ণপ্রেম কিশোরী সাজিয়া ;
তাই এত বিশ্বপ্রেম উচ্ছ্বসিত হৃদে।
নারী তুই, কি বুঝিবি ধর্ম্মের মহিমা,
যবনের মুণ্ডপাত শাস্ত্রে আছে বিধি।
যবনো মানুষ মরি পতঙ্গও পাখী !
মরি মরি কিবা যুক্তি যাই বলিহারি !!
যবন অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য, কুক্কুর অধম,
কুক্কুরে বধিতে কেবা করয়ে বিচার ?
বিধর্ম্মীর মুণ্ডপাতে পুণ্য উপার্জ্জন ;
অসুরে অর্দ্দিলে হয় দেবতারো যশঃ।
অসুর-মর্দ্দন আখ্যা দেবের বাঞ্ছিত ;
শাস্ত্র কি বুঝিবি তুই ক্ষুদ্রমতি নারী।

যবনে আশ্রয় দিনু অর্দ্দনের-ই তরে,
সুযোগের অপেক্ষায় ছিনু এতদিন,
এ মহাসুযোগে তাই লভিয়াছি যশঃ ;
শার্দ্দূল কি ছাড়ে কভু আপন শিকার ?
নিশ্চয়-ই মস্তিষ্কে তব জন্মেছে বিকার,
হিন্দু তুমি হেন চিন্তা সাজে কি তোমার ?
আর স্বপ্ন, স্বপ্নই ত মস্তিষ্ক-বিকার,
চিন্তাই প্রসূতি তার—অতি অমূলক।
দুশ্চিন্তা করহ দূর, মন কর স্থির,
ক্ষত্রিয়া ভামিনী তুমি নহ ত অবলা।”
এতেক শ্রবণ করি দ্বিতীয়া মহিষী
কহিতে লাগিলা অতি গম্ভীর বচনে—
“উপেক্ষা করো না রাজা সতীর স্বপন
সতী নারী মহারাণী স্বপ্নাবেশে যাহা
হেরিলেন, আছে তায় ভয়ের কারণ।
সঠিক, অনৃত স্বপ্ন দ্বিবিধই আছে,
বিপদের পূর্ব্বে প্রায় হয় স্বপ্নাদেশ।
স্বয়ম্ভূর প্রীতি কিসে, অপ্রীতি বা কিসে,
নিয়তির লিপি কি যে বুঝা অতি ভার।
ইন্দ্রপুরী অমরায় বৃত্র হয় রাজা,
অমরো তাড়িত হয়ে পাতালে লুকায়,

অবিচারে অপযশ দেবতারো হয়,
রাঘবের বালীবধ কলঙ্ক নিশ্চয়।
আমারো আঁখিতে রাজা ভাসে বিভীষিকা,
হেরি নানাবিধ কত অঘট ঘটন—
কভু ছিন্ন মুণ্ড, কভু কবন্ধ ভীষণ,
কভু ছিন্ন হস্ত, কভু নরের কঙ্কাল,
কখনো শোণিত স্রোত হেরি প্রবাহিত,
কভু হেরি শব লয়ে করিছে কোন্দল
শোণিত লোলুপ বহু পশু পক্ষিগণ।
কখনো বিলাপ ধ্বনি শ্রুত হয় কাণে
কভু প্রাণ কেঁদে উঠে থাকিয়া থাকিয়া।
মহারাজ! পায়ে ধরি হও সাবধান,
ব্যঙ্গ উপহাস এবে উপযুক্ত নয়।”
হেনকালে সবিনয়ে কহিল ফুল্লরা—
“মহারাজ! গত নিশি দ্বিতীয় যামেতে
না জানি কেন যে মন হ’ল উচাটিত।
চলিলাম শয্যা ত্যজি নিকুঞ্জ কাননে,
হইলাম সুস্থ কিছু সমীর সেবনে।
অকস্মাৎ হেরি—এক অপূর্ব্ব রমণী
—দিব্য আভা প্রতিভাত বদন মণ্ডলে—
শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, মৃদু মন্দ পদে—

প্রাসাদ হইতে আসে সিংহদ্বার-পানে।
তাড়াতাড়ি যেয়ে আমি আগুলিনু পথ,
জিজ্ঞাসিনু নাম-ধাম পরিচয় তাঁর ;
কোথা হ'তে আগমন কোথায় বা গতি।
ক্ষণকাল হেঁটমুখে থাকি অবনত,
কহিলা রমণী মোরে "আমি রাজলক্ষ্মী,
গোবিন্দের রাজত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
রাজার পাপেতে রাজ্য হবে ছারখার,
তাই রাজ্য ছেড়ে আমি যেতেছি চলিয়া।"
কাকুতি মিনতি কত করিলাম রাজা,
নারিনু ফিরাতে দেবী গেলেন চলিয়া।"
রাগে অন্ধ নরপাল কহিতে লাগিলা—
"অবোধ ললনা তোর অতি অল্পমতি,
রাজনীতি আলোচনা তোদের কি কায ?
জল্পনা কল্পনা এত কিসের লাগিয়া ?
বীর আমি, ভীতি মোর নাহি পশে মনে।
ননীর পুতুল নহি দ্রবিব সহজে,
ছেলে নহি—জুজু নামে হব জড়সড়,
ক্ষত্রিয় তনয় আমি, বীরের সন্ততি ;
নহি আমি কামিনীর ব্যসন-কন্দুক।
বুঝি বা কি মন্ত্র জানে পাষণ্ড যবন,

—সত্য ঠিক ঠিক ঐ ডাকিছে টিকটিকি—
না হ'লে কেমনে রাণীদ্বয়, সেনাপতি,
মন্ত্রী আর দাসী এরা উঠিবে ক্ষেপিয়া ?
বিপদ ! কি বিপদ ? কি ? যবনবাহিনী—
আসিবে কি রাজ্যে মোর যুদ্ধ অভিলাষে
বুর্হানের দুঃখে শোকে হয়ে উত্তেজিত,
অত্যাচার প্রতিশোধ লইবার তরে ?
আসে ত আসুক তায় কিসের আতঙ্ক,
ক্ষত্রিয় কি ডরে কভু বিগ্রহ আহবে ?
শান্তি না পছন্দ করে ক্ষত্রবীর কভু,
সমরেই ক্ষত্রিয়ের আনন্দ উৎসব।
রাণীদ্বয় শান্ত হও শঙ্কা কর দূর
যতদিন আছে এই বাহুদ্বয়ে বল
ততদিন তোমাদের কিসের তরাস ?
বীর আমি, নাহি কোন ভয়ের কারণ।
আর রাজলক্ষ্মী ? কথা সম্পূর্ণ অলীক,
কোথায় যাবেন তিনি রাজ্য কোথা আর ?
এই সব বিভীষিকা দুশ্চিন্তার ফল,
বিকৃত মস্তিষ্ক-জাত—কল্পনা-প্রসূত।”

পঞ্চম সর্গ ।



আয় লো কল্পনে ! চল রাজ-দরবারে,
দেখি যেয়ে গোবিন্দের অদ্ভুত বিচার ;
আয় কিন্তু সাবধান রাজা বদ্‌রাগী,
যদি চটে তবে কিন্তু মুণ্ড রাখা দায় ।
না না না যাব না তথা থাকিয়া আড়ালে
চোপি দিয়া নিরখিব ; দেখিলি ত কাল
গোবিন্দের বিচারের নমুনা কেমন ?
দেখেছিস্ আর কি লো এহেন বিচার ?
এই কি বিচারালয় ? বটে বটে এই ;
দেখেছি, দেখেছি ওই গড়ড় গোবিন্দ,
প্রধান সচিব এই, ওই সেনাপতি ;
চোপ্ চোপ্ শোনা চাই কি হয় মন্ত্রণা ।
দেলো দে মুখস্‌খানি সাজি তোর চেলা,
—বর্ণিতে বাসনা যাহা নিরখি বা শুনি
তোর-ই গুণে ;—যে মুখস্ পরে অনায়াসে

অন্ধ পায় দৃক্‌শক্তি, নির্ব্বাক বচন।
পাত্র মিত্র কোথা, কোথা অমাত্য মণ্ডলী ?
বুঝি বা গুপ্ত মন্ত্রণা হতেছে এখন,
সিংহাসনে সমারূঢ় গোবিন্দ রাজন ;
স্থানে স্থানে প্রহরায় সশস্ত্র প্রহরী।
বীরাসনে উপবিষ্ট একজানু পাতি,
সেনাপতি বীরবাহু রণবেশ গায়।
আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘ কলেবর,
শ্বেতবর্ণ, লম্বোদর, প্রশস্ত ললাট,
হৃষ্ট পুষ্ট শার্দ্দূলাক্ষ, বক্ষঃ সুবিশাল,
রাজপুত বংশোদ্ভূত বীরচূড়ামণি।
পার্শ্বে মন্ত্রী হৃষীকেশ গম্ভীর বদন,
শ্যামবর্ণ হৃষ্টদেহ, মধ্যম গঠন,
সুশিক্ষিত শাস্ত্রবিদ্, অভিজ্ঞ প্রবীণ।
প্রকাণ্ড বিচারাগার, গম্ভীর দর্শন,
একতল হর্ম্ম্য, কিন্তু অতি উচ্চতর ;
কোথা বা কনকপদ্ম অতি সুরচিত,
কোথা শোভে কনকের বল্লরী মুকুল !!
কোথা বা দোয়েল, শ্যামা, পাপিয়া, ময়না
সুললিত গান করে কনক পিঞ্জরে।
ময়ূর ময়ূরী মূর্ত্তি কনক-রচিত,

কোথা বা দেয়াল শোভা করিছে বৰ্দ্ধন,
পেখম ধরিয়া যেন চঞ্চল চরণে
করিছে নৰ্ত্তন; দৃশ্য কি যে মনোরম !!
জলদ গম্ভীর স্বরে গোবিন্দ ভূপতি
কহিতে লাগিলা “সেনাপতি! বীর তুমি,
বীর-ধৰ্ম্মী, বীরাত্মজ, বীরের সন্ততি,
অবাক হইনু কল্য তব ভীরুতায়;
সৰ্ব্বৈব অনৃত তব ভীতির কারণ।
কত কত মহাহবে করি জয়লাভ,
কত শৌর্য্য বীর্য্যশালী কতজনে বধি,
সামান্য পিপীলি বধে ভীতির সঞ্চার,
এর চেয়ে লজ্জাকর কি হইতে পারে?”
উত্তরিলা সেনাপতি বিনম্র বচনে—
“পিপীলিকা ক্ষুদ্র বটে ওহে মহারাজ,
কিন্তু সিংহ লোমস্থিত এ ক্ষুদ্র পিপীলি
নহে ক্ষুদ্র; সিংহ সম বিক্রম তাহার,
সবল আশ্রিত কভু নহেক দুৰ্ব্বল।
বুর্হান সামান্য কিন্তু স্বজাতি তাহার
সিংহ সম পরাক্রান্ত, নহে হীনবল,
পরস্পরে একপ্রাণ—যবন-সমাজ,
ধৰ্ম্মমদে মাতোয়ারা অতীব নির্ভীক।

ধর্ম্মের উপরে রাজা করেছ আঘাত
যবনের ; তাদের বিধানে গো-কোর্ব্বানি
—যজ্ঞ অর্থে গো-হনন—অতি পুণ্যকায়,
ছিল যথা সত্যযুগে এই ভূ-ভারতে।
শিশুবধ কাণ্ড আর বাহু বিচ্ছেদন,
জাতীয়-বিদ্বেষ-জাত হইবে প্রতীত
যবন-সমাজে ; রাজা অতীব সম্ভব
সমগ্র যবন জাতি হবে উত্তেজিত।
ভেবে দেখ মহারাজ ভয়ের কারণ,
কি মহাবিভ্রাট রাজা মস্তক উপর।
যবনের কোপদৃষ্টি অতি ভয়ঙ্কর,
তাহাদের সমকক্ষ নাহি ভূ-ভারতে।
কোথায় হস্তিনাপুর, কোথা সোমনাথ ?
শিবের ত্রিশূলস্থিত কাশীধাম কই ?
কোথায় মথুরা, গয়া, কোথায় অযোধ্যা ?
সকলি ত যবনের করতল-গত।
কোথায় সে বীর্য্যশালী ক্ষাত্র রাজপুত ?
যাদব বেল্লানা বংশ, সেনবংশ কোথা ?
যবন আশ্রিত কেহ, কেহ পদানত,
ভগ্না কন্যা দিয়া কেহ পাতিছে সম্পর্ক।
এখনো যে এই রাজ্য রয়েছে স্বতন্ত্র

এ কেবল তাহাদের কটাক্ষ আড়ালে
অবস্থিত বলে, শুধু অদৃষ্টের ফেরে,
সাধ করে মহারাজ ডেকেছ বিপদে।”
কহিতে লাগিলা রাজা বিক্ষুব্ধ অন্তরে—
“সেনাপতি! দেখ নাই আগ্নেয়াস্ত্র মম
—মন্ত্রসিদ্ধ অগ্নিবাণ—অতি ভয়ঙ্কর ?
দৈববলে বলী আমি অজেয় জগতে,
কেহ না আটিবে রণে আমার সংহতি।
চামুণ্ডা থাকিতে ভয় কেন অকারণ ?
কি করিতে পারে তুচ্ছ অস্পৃশ্য যবন ?
মরি! মরি! মন্ত্রীবর অতীব ভয়ালু,
তাহার চেহারা দেখে হাসি পায় মনে।
কেন মন্ত্রী কেন এত বিষণ্ণ বদন ?
ছি, ছি! ছি, ছি!! এত ভয় কেন অকারণ ?”
বিমর্ষ বদনে মন্ত্রীবর “মহারাজ!
বিপর্য্যয়, সমন্বয়, সৃজন-সংহার,
প্রকৃতির মহানীতি, নিগূঢ় রহস্য;
ধ্বংসই সৃষ্টির ভিত্তি, সৃষ্টির প্রসূতি।
অন্তরে বাহিরে এই নীতি বিদ্যমান;
অলঙ্ঘ্য, অপরিহার্য্য এই মহানীতি।
চন্দ্র, সূর্য্য, বৃষ্ণি আদি কত রাজবংশ,

হস্তিনা, অযোধ্যা আদি কত মহারাজ্য,
উল্কা সম দশদিক করে উদ্ভাসিত
উল্কা সম পুনঃ রাজা হয়েছে বিলীন!
তাদের কঙ্কালোপরি কত রাজ্য রাজা,
পর পর পর পর হয়ে সমুদ্ভূত
আবার বিলীন হয়ে করিয়াছে স্থান,
পরবর্ত্তী রাজ্য রাজা আসিবার তরে।
বিধির নির্ব্বন্ধ বল, নিয়তিই বল,
এ নীতির রূপান্তর নামান্তর শুধু;
কালের অঙ্কেতে এই চিরন্তন বিধি
ন্যস্ত, তাই অনেকেই কালচক্র বলে।
মনোরাজ্যে দেখ পুনঃ ওহে মহারাজ!
বিপর্য্যয়, সমন্বয় কত যে ঘটেছে!!
কত ধর্ম্ম এ ভারতে জাগিয়া উঠিল,
কত রূপ রূপান্তর করিল ধারণ;
কত নাম নামান্তরে হয়ে অভিহিত,
প্রকৃতির মহানীতি করেছে প্রমাণ।
আজ মোরা গো-পূজক ওহে মহারাজ,
মোরাই ত এক কালে ছিনু গো-খাদক।
ভারতে এহেন কাল ছিল হে রাজন,
প্রতি হিন্দু যে কালেতে পূজিত অতিথি

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ঘরে ঘরে ; গো-হনন
অতিথি উদ্দেশ্যে ছিল অবশ্য কর্ত্তব্য ;
তাই গোঘ্ন পদ রাজা অতিথিব্যঞ্জক।
আচার অনিত্য রাজা পরিবর্ত্তনীয়,
খাদ্যাখাদ্য এও দেশ-কাল-পাত্র ভেদে।
আচার অনিত্য কিন্তু নিত্য পরব্রহ্ম,
নাম নামান্তরে যিনি বিশ্ব-বিপূজিত।
অনিত্যের কারণেতে নিত্যে বিসর্জ্জন,
কাঞ্চন বদলে যথা কাচের গ্রহণ।
কালের গতির প্রতি সদা লক্ষ্য রেখে,
প্রকৃতির মহানীতি—বিধির বিধান—
অনুযায়ী নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন
অবশ্য কর্ত্তব্য রাজা বিধি অভিপ্রেত।
এ বিধি লঙ্ঘনে হয় অধর্ম্ম সঞ্চার,
ধর্ম্মনাশে পাপ, পাপে ধ্বংস সুনিশ্চয়,
বিধির নির্ব্বন্ধক্রমে আজ এ ভারতে—
যবনের আধিপত্য ; আজ এ ভারত
নহে শুধু হিন্দুর ভারত মহারাজ !
হিন্দু আজ হেথা যবনের করায়ত্ত।
নরনাথ ! যবন অস্পৃশ্য নহে আজ,
তাহাদের পদরজঃ লভিবার তরে

কত সাধে কত হিন্দু করিছে অর্চ্চন ;
যবন ঘৃণিত নহে অতীব পূজিত।
এ সময় আমাদের এহেন বিদ্বেষ
সাজে কিহে নরপতে ! ভেবে দেখ মনে !
ভেবে দেখ বিষাদের নিগূঢ় কারণ
ভীতি উদ্দীপক কিনা ওহে নরেশ্বর !”
হেনকালে জ্যোতির্ব্বিদ্ চণ্ডিকাচরণ
অকস্মাৎ কোথা হ’তে হ’য়ে উপনীত—
“হেরিলাম যোগবলে ওহে নরপাল
অতি অমঙ্গল চিহ্ন : কেমনে বর্ণিব ?
হেরিলাম একদল যবন সন্ন্যাসী
পরাভবি তন্ত্রবল মন্ত্রবল তব
করিবে এ স্বর্ণপুরী অচিরে বিধ্বস্ত।
ইশ্লামের অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত পতাকা
সদর্পে উড্ডীন হবে চূড়ায় চূড়ায়
প্রতি দুর্গে,—ইশ্লামের বিজয়-কেতন—
যবনের আধিপত্য করিয়া জ্ঞাপন।
চল রাজা যুগপৎ করি পলায়ন ;
অরণ্য আশ্রয় লভি ফল মুলাহার
সে-ও ভাল ; তবু ত না অবনত শিরে
সেলাম ঠুকিতে হবে যবন রাজায়।”

উত্তরিলা মহারাজ বিষণ্ণ বদনে—
"বুঝিলাম এতদিনে সকলি অসার,
সনাতন হিন্দুধর্ম্মে—পবিত্র আচারে
অচিরেই হবে বুঝি সাঙ্কর্য্য সঞ্চার,
সকল-ই অনিত্য বুঝি কিছু চির নহে।
অরণ্য আশ্রয়! ছি ছি বড় লজ্জাকর,
হাসিবে যবনবৃন্দ দিয়া করতালি,
যা আছে অদৃষ্টে হবে পলাব না ত
জন্মিলে মরিতে হয়, কে ভবে

ষষ্ঠ সর্গ।



আইল গোধূলী ; দিবাকর ক্ষুব্ধ চিতে
—পাণ্ডুবর্ণ বিভাসিত বদন মণ্ডলে—
চলিছে পশ্চিমাকাশে বিধুর অন্তরে,
বিচ্ছেদের পূর্ব্বাভাস জাগিছে হৃদয়ে।
প্রকৃতি বিমর্ষ ; ধরিয়াছে পাণ্ডুরাগ ;
স্থলে সূর্য্যমুখী, কোকনদ সরোবরে
কান্ত-শোকে পড়িছে ঢলিয়া অধোমুখে,
ভবিষ্য-বিরহ-চিন্তা-পীড়িত-অন্তরে।
পাণ্ডু-কর বিকীরণে জলাশয় নীর
কাঞ্চনাভা বিমণ্ডিত ; অনিল প্রবাহে
পর পর পর পর লহরী নিচয়
ছুটিছে নাচিয়া ; ওহো কিবা মনোহর !
নাচে যথা মুক্তাহার নর্ত্তকীর গলে
মৃদুল হিল্লোলে চুম্বি পীন পয়োধর,
নিতম্ব হেলায়ে যবে নাচে গরবিনী

তবলের তালে তালে নূপুর নিক্কনে।
বিহঙ্গম ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিছে কুলায়,
গোপাল ধাইছে গেহে গোপাল সংহতি,
পথিকেরা শশব্যস্ত তপাসে আশ্রয়,
নাবিকেরা খুঁজিতেছে নিরাপদ স্থান।
প্রদোষ সময়; বায়ু সেবনের তরে
পথে ঘাটে নদীতীরে শত শত জন,
সখায় সখায় মিলে করিছে ভ্রমণ
প্রফুল্ল হৃদয়ে—অতি উল্লাসিত মনে।
হেথায় শ্রীহট্টরাজ গউড় গোবিন্দ
কুঞ্জবনে হ্রদতীরে সমীর সেবনে
করিছেন বিচরণ বিক্ষুব্ধ অন্তরে,
ভাসিছে বিষাদ-রেখা ললাট-মুকুরে।
ভাবিছেন মনে মনে "হায় ভগবান,
নিঃসন্তান থাকিব কি আমি, অপুত্রক?
দিবে না পুত্র কি এক বংশ পিণ্ড তরে?
পুন্নরক ভোগ বুঝি না হবে খণ্ডন?
পুত্র আশে দুই দার করিনু গ্রহণ,
হা কপাল! দুনো রাণী বন্ধ্যা বুঝি হ'ল!
হায় রে কি আমি ম'লে থাকিবে না কেহ
বংশে মোর বংশধর বংশের দেউটি!

ধন-জন-রাজ্যপাট স্বরূপা কামিনী
দেহ, বল, শান্তি-সুখ সকলি ত আছে,
কিন্তু হায় ভবধব এক পুত্র বিনে
সকলি অসার, রাজ্য অন্ধকারময় !
কত কৈনু—কত ব্রত, কত আরাধনা,
চামুণ্ডার কত সেবা, মহালক্ষ্মী পূজা,
সিদ্ধিদাতা সর্ব্বানন্দে কত যে পূজিনু,
সুচির মানস সাধ পূরিল না তবু !!
মনে হয় গেহ ত্যজি হই বনবাসী,
বনচারী সহ চরি সন্ন্যাসীর বেশে,
অপুত্রক কুলাঙ্গার বংশান্তক যেবা,
কি কায গার্হস্থ্যে তার, কি ফল সংসারে ?
বন্ধ্যানারী, নিঃসন্তান পুরুষের মুখ
হায় কি লজ্জার কথা মর্ম্ম-বিদারক—
প্রাতে উঠে দরশন অতি অমঙ্গল ;
মনে জাগে যবে দুঃখে ফেটে যায় বুক।
যন্ত্রণা সদলে আসে, ক্বচিৎ একেলা,
এক প্রাণে হায় বিধি কত বা সহিব !!
একে পুত্রাভাব-শোক, তাতে পর পর
নানা অমঙ্গল বার্ত্তা—মর্ম্ম-নিপীড়ক।
একি ! একি ! একি পুনঃ !! এযে ধূমকেতু !

বিশাল লাঙ্গুল এযে পরশে ভূতল !!
ওকি পুনঃ !! মুহুর্মুহুঃ তারকা বর্ষণ !!!
এ সব কি ভগবান নিয়তির সূচী ?
কি পাপ করিনু বিধি ? কি পাপে আমার
সোনার এ রাজ্যপাট হবে ছারখার ?
ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছি যবনে প্রপীড়ি,
গোধনের অত্যাচার প্রতিশোধ তরে।
গো-ব্রাহ্মণ-সংরক্ষণ অতি পুণ্যকায,
নৃপতির মুখ্য ধর্ম্ম, শাস্ত্রের আদেশ ;
বুঝি না তবে যে কেন বিধি এত বাম,
এত দেবদেবী পূজা সবি কি অসার ?
নীরবিলা মহারাজ। নীরব মেদিনী।
নিঝুম নিস্তব্ধ যেন সুষুপ্ত ধরণী।
বিদরিয়া অবনীর নিস্তব্ধতা ঘোর,
উঠিল গানের সুর ললিত ঝঙ্কারে—
লহরে লহরে ক্রমে সুপঞ্চম তানে,
ঝলকে ঝলকে যেন অমৃত বরষি।
অদূরে নির্জ্জনে যেন আত্মহারা প্রাণে—
ধরিত্রীর শোক-তাপ-যন্ত্রণা পাসরি
দিব্যভাবে মাতোয়ারা উল্লাসিত হয়ে
গাইছে সন্ন্যাসী কেহ বিভুস্তুতি গান।

শুনিতে লাগিলা রাজা হইয়া বিভোর,
ঝলকে ঝলকে হৃদি উঠিল নাচিয়া,
মনের যাতনা জ্বালা হ'ল অপস্থত,
ধন্য রে সঙ্গীত তোর মোহিনী-শকতি।
গাইতে লাগিলা গান অদৃশ্য সন্ন্যাসী
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে বিভুপ্রেমে ভাসি-
"বিশ্ব-ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ বিভো,
জগ-কারণ নিত্য অনন্ত তুমি ;
মহিমান্বিত নির্ম্মল, কৃপানিধি,
ভবনাশক পালন নাথ তুমি।
দীননাথ সনাতন সত্য প্রভো
তুমি আদি মধ্য তুমি অন্তগতি ;
তুমি গুপ্ত প্রকাশিত অদ্বিতীয়,
তুমি ইহ-পরকালে খেমঙ্কর।
তুমি বিশ্ব চরাচরে ওতপ্রোত,
তুমি বিশ্ব-বিপূজিত মহেশ্বর,
নিরাকার নিরঞ্জন পূর্ণজ্যোতিঃ
তুমি সর্ব্ব বরেণ্য বিরাট প্রভু।
ত্রিগুণাত্মিকা বিশ্ব-প্রপঞ্চ মায়া,
মায়া-মোহ-বিমণ্ডিত ভূমণ্ডল ;
অতি ক্ষুদ্র কীটাদপি কীট আমি

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অঙ্কশায়ী।
জরাজীর্ণ কায়া কুরুচি প্রবলা
মায়া-মোহ-নিমজ্জিত পাপরত,
মন চঞ্চল পাগল সঙ্গদোষে,
কুমতি-প্রণোদিত কুবর্ত্মগামী,
অবিদ্যা-জাত মোহ-কুহেলিরাশি
জ্ঞান-ভানু-করে স্বগুণে বিনাশি
রক্ষ মোক্ষ-পথে মোরে নিজগুণে
ভব সাগর তারক-ভেলক হে”—
নীরবিলা বনচারী, নীরব প্রকৃতি।
পাতাটি নড়ে না, শ্বাস বহে না পবন।
পিক না কুহরে, ঝিল্লি করে না ঝঙ্কার,
পেচকো ডাকে না ভ্রমে অমঙ্গল ডাক।
অকালে নিদ্রিতা যেন দিগঙ্গনাগণ
বিভোর শ্রীহট্টরাজ; তখনো হৃদয়ে—
তরঙ্গে তরঙ্গে কত উঠিছে উচ্ছ্বাস—
সঙ্গীত মোহিনীশক্তি-জাত প্রতিক্রিয়া,
ইতস্ততঃ বিলোকিয়া সুপ্তোত্থিত প্রায়;
ভাবিতে লাগিলা পুনঃ শ্রীহট্ট-নৃপতি—
কে গাহিল গান? এযে নূতন নূতন
সকলি নূতন ভাব! করে স্তুতিগান!

"অদ্বিতীয়" "নিরাকার" "গুপ্ত" "প্রকাশিত"
এ কেমন ঈশ-ভাব ! বাতুল-জল্পনা !!
কালী, তারা, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, বল্গামুখী,
গণেশ, বাগ্দেবী, তা'রা সবিত সাকার ;
তাদেরি প্রতিমা মোরা অতি ভক্তিভরে
পূজা করি ঘরে ঘরে ষোড়শোপচারে।
এ সব কি মিথ্যা তবে ? মিথ্যা মূর্ত্তিপূজা ?
না, না, না হিন্দুর এই ধর্ম্ম সনাতন ;
উন্মাদের-ই গান হবে অলীক জল্পনা,
পাগলের কথা লয়ে কেন ভেবে মরি।"
অকস্মাৎ শঙ্খঘণ্টা উঠিল বাজিয়া
চামুণ্ডা-মন্দিরে ; রাজা চকিত অন্তরে
তাড়াতাড়ি চলিলেন দেবী-গৃহপানে
পূজা সন্ধ্যা তরে আর লইতে প্রসাদ।



শ্রীহট্টবিজয় কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সপ্তম সর্গ।

—— ০ঃ✻ঃ০ ——

(১)

আয়লো কল্পনে ! তীর্থ পর্য্যটনে,
আয় মোরে নিয়ে চল।
এ দীনজনার, কেবা আছে আর
তুই বিনে অনুবল ?
বড় সাধ মনে তীর্থ দরশনে,
ঘুচাব জনম-শোধ।
আমি দুঃখী নর, নাহিক আতর,
তাই করি অনুরোধ ॥
শুনি লোকে কয়,— "এমনে" উদয়,
শেখ শা জালাল পীর।
যাঁর দীক্ষাগুরু আশা-কল্পতরু
শা' আহাম্মদ কবির ॥
তাঁদের চরণ করিতে বীক্ষণ,
কত যে আকাঙ্ক্ষা মনে।

কবি-সহচরি ! মোরে দয়া করি
নিয়ে চল সে "এমনে" ॥
পদরজ লয়ে, পূতচিত্ত হয়ে,
পবিত্র মক্কায় যাব।
নিরখি' তীরথ, চির মনোরথ
তব কৃপাতে পূরাব ॥
যদিও দুরাশা,— তোমাতে ভরসা,
তুমি দয়া কর যা'রে।
মুহূর্ত্ত ভিতর, বিশ্ব-চরাচর
নিমেষে ভ্রমিতে পারে ॥

(২)

সাবাসি লো ধনি ! কবি-নেত্র-মণি
পলকে আনিলে মোরে।
এই যে নেহারি আদন নগরী
পবিত্র "হাওয়ার"* গোরে ॥
ধরাধরময় স্বাস্থ্যের আলয়
এই ত "এমন" দেশ।
কোন তুঙ্গগিরি শিরোন্নত করি
দেখায় আবহ-শেষ ॥

* হাওয়া—মুসলমানদের আদিপুরুষ মহাত্মা আদমের স্ত্রী। আদন নগরে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

তুষার মণ্ডিত, সুধা-ধবলিত
কোন গিরিশৃঙ্গ 'পরে।
তপন কিরণ, হ'য়ে বিকীরণ
রামধনু শোভা ধরে॥
গিরি-সানুদেশে, এ পাশে ও পাশে,
পর্ণ কুটিরের সারি।
স্বল্পতোয়া রোগা, কোথা বা নিম্নগা
তৃষ্ণার্ত্তে জোগায় বারি॥
বেদানা আঙ্গুর, দাড়িম্ব খর্জ্জুর,
পীচ কাফি তরুচয়।
উপত্যকা 'পরে, হেথা শোভা করে,
"এমন" মরুভূ নয়॥

(৩)

দাঁড়ালো কল্পনে! দাঁড়া লই শু'নে
কে যে কোথা করে গান।
ঝলকে ঝলকে, পুলকে পুলকে
নাচিয়া উঠিছে প্রাণ॥
দেখেছি দেখেছি, চিনেছি চিনেছি,
শা' সিয়া তাপস ইনি।
গান গেয়ে গেয়ে, চলিছেন ধেয়ে,
রক্তগুণে তাঁরে চিনি॥

চল তাঁর সনে, জালাল-সদনে,
জালালের শিষ্য ইনি।
পাছে পাছে আয়, জালাল-আলয়
নিশ্চয় যাবেন তিনি॥
আত্মহারা প্রাণে, সুললিত তানে,
মাতিয়া প্রেমে নবীর।
ভকতি মাখান' নবী-স্তুতিগান
গাহিতে লাগিলা পীর॥
"যাঁহার কারণ, বিশ্ব-বিরচন
"কোরান" যাঁহার মহিমা গায়।
স্বয়ং স্বয়ম্ভূ, ত্রিজগত প্রভু,
"বন্ধু" "বন্ধু" বলে' আদরে যাঁয়॥
যাঁহার প্রভায়, রবি শশী ভায়,
প্রতিবিম্বহীন যাঁহার কায়।
শরীর যাঁহার, সৌরভ-আধার;
যাঁর দেহস্বেদ "আতর" প্রায়॥
বদন যাঁহার, সুধার ভাণ্ডার
হৃদয় স্বয়ম্ভূ প্রেমে বিভোর।
সদা চিন্তা যাঁর, "মানব-উদ্ধার,"
"পূর্ণ শান্তিলাভ" সমস্যা ঘোর॥

ভূচর খেচর, যক্ষ বিদ্যাধর,
সজীব নির্জ্জীব জড় কি চেতন।
অলৌকিক গুণে, সকলেরি সনে
করিতেন যিনি কথোপকথন॥

মুনি ঋষিগণ, যাঁহার চরণ,
সঙ্গোপনে বসে' করয়ে ধ্যান।
পরকালে যাঁর, চরণে নিস্তার,
যাঁহার কৃপায় ধরমজ্ঞান॥

মক্কা মদিনা, কারণে যাঁর,
জগতের শীর্ষ তীর্থস্থান।
সিরিয়া মিশর, তুরাণ ইরাণ,
যাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান॥

পাশ্চাত্য জগৎ, সভ্য সমুন্নত,
লভিয়া যাঁহার জ্যোতিঃ-কল্যাণ।
জগত মাঝারে, যাঁহার কল্যাণে,
মোস্লেম জাতি আজো গরীয়ান॥

তিনি প্রভু মোর, শেষ পয়াম্বর,
শত প্রণিপাত চরণে তাঁর।
আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি,
তিনি নরোত্তম জগতসার॥

নিরক্ষর যেই, প্রভু মোহাম্মদ,
শৈশব বয়সে যিনি অনাথ।
পিতামহ পর, পিতৃ-সহোদর,
পালিলেন যাঁরে রাখিয়া সাথ ॥

বাল্যকালে যাঁ'কে, সাজিয়া রাখাল,
যেতে হ'ত মাঠে চরা'তে মেষ।
কালচক্র বশে, বাল্য হ'তে যিনি
ভোগেন কায়িক শ্রমে অশেষ ॥

এহেন জনের কপোল-কল্পিত,
এ হেন কোরান হ'তে কি পারে ?
যেই কোরানের, এক পংক্তি সম
অদ্যাবধি কেহ রচিতে নারে ॥

রচনা-চাতুর্য্য, পদসমন্বয়,
বিষয় গুরুত্ব বিরাট ভাব।
সবি অলৌকিক, যেই মহাগ্রন্থে,
কি সাধ্য কল্পয়ে নর-স্বভাব ॥

পবিত্র কোরান, স্বয়ম্ভূবচন,
মোহাম্মদ-যন্ত্রে হয়ে প্রচার।
অবিদ্যা-তামস, কলুষ-কল্মষ,
নাশ করে' নরে করে উদ্ধার ॥

দ্বাদশ বছর, তপস্যার পর,
ঈশ-সংযোগে লভি দিব্যজ্ঞান।
বহু কষ্টে যিনি ধর্ম্মাসুরে জিনি'
মুক্তিজ্ঞান নরে করিলা দান॥

পূর্ণ শান্তিধাম, যাঁহার ইশ্লাম
দেশ দেশান্তরে হয়ে প্রচার।
কলুষ-কল্মষ, করিয়ে বিনাশ,
কত শত নরে করে উদ্ধার॥

বাক্‌শক্তি যাঁর অতি চমৎকার,
ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন যবে।
ভিন্ন ভাষাভাষী, স্বদেশী বিদেশী
নিজ ভাষা ন্যায় বুঝিত সবে॥

পৃষ্ঠের উপর, সনন্দ মোহর,
—প্রাকৃতিক ছাপ—অঙ্কিত যাঁর।
এক ভিন্ন নাই, উপাস্য জগতে,
বিঘোষিলা যিনি এ তত্ত্ব সার॥

তিনি প্রভু মোর, শেষ পয়াম্বর,
শত প্রণিপাত চরণে তাঁর।
আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি,
তিনি নরোত্তম জগতসার॥

ধ্রুবসত্য ভাই, এক ভিন্ন নাই,
উপাস্য আরাধ্য জগতে আর।
নাহিক দোসর, নাহিক সোসর,
নাহিক জনক-জননী তাঁর ॥

নাহিক আকার, নাহিক বিকার,
ব্যাপ্ত চরাচরে জগতময়।
তিনি স্বয়ম্ভূ, ত্রিজগত প্রভু,
তাঁহার ইচ্ছায় সকলি হয় ॥

নবি মোহাম্মদ, মানব-তনয়,
তাঁহারি প্রেরিত জগতসার।
তাঁহার-ই ইচ্ছা, করিতে পূর্ণ,
পাতকী জনেরে করিয়া পার ॥

স্বর্গ আরোহণ, স্বয়ম্ভূ-মিলন
বঁধুতে বঁধুতে নিগূঢ় কথা।—
"মানব-উদ্ধার", "মহাতত্ত্বসার"
"ইস্লামের বিধিব্যবস্থা প্রথা" ॥

এ সুখ-মিলন, এ গূঢ় কথন,
প্রভু ভিন্ন কেবা করেছে আর?
পরমার্থ খনি, সাধু গুণমণি,
নবি মোহাম্মদ প্রভু আমার ॥

মোশ্লেমের মহাতীর্থ এ যে মক্কাধাম,
ও যে রাজে হিরা গিরি কন্দরে যাহার
প্রায়শঃ ধ্যানেতে নবি থাকিতা মগন।
এই স্থানে মোশ্লেমের ভবকর্ণধার
মোহাম্মদ নবিবর লভিয়া জনম
ইশ্লামের পূতপ্রভা জগতে বিথারি
মোহান্ধ মানবগণে করিলেন ত্রাণ।
প্রচণ্ড তপন-তাপে বিদগ্ধ মরুভূ,
মরীচিকা, মরূদ্যান, করাল পবন,
অনীর বিশুষ্ক-বপুঃ অনুর্ব্বর দেশ,
অহরহঃ জাগাইছে ভাবুকের মনে—
"আরব প্রদেশ জান খাঁটি প্রতিকৃতি
আধ্যাত্মিক জগতের ; মক্কা মোক্ষধাম,
মক্কাপথ মোক্ষপথ-অবস্থা-ব্যঞ্জক।"
মরুভূমি, মরীচিকা, জীবঘ্ন পবন,
প্রাকৃতিক অন্তরায় মক্কাপথে যথা
নৈরাশ্য, মায়া-চাতুরী, কামনা-ফণিণী
আধ্যাত্মিক পথে তথা রাজে পরস্পর ;
উষ্ট্র যথা এক মাত্র মক্কাপথ-তরি,
সহিষ্ণুতা তথা মোক্ষ-পথের তরণী।
একাগ্রতা অনুবল মক্কাপথে যথা,

এক একাগ্রতা মোক্ষ-পথেরো সম্বল।
মক্কাপথ অহরহঃ ভাবুকের মনে
ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করে', মোক্ষধাম পথ ;
একাগ্রতা মোক্ষ-পথ-পাথেয় সম্বল
স্বতঃ মনে হয় মক্কা যাত্রিকের মনে ;
তাই পূত মক্কাধাম লক্ষ্য মোশ্লেমের।"
বুঝেছি, বুঝেছি এবে এ আশ্রম কার ;
কোরেশ-বংশজ পীর সৈয়দ কবির
হেথায় করেন বাস, এ আশ্রম তাঁর ;
শেখ শা' জালাল পীর তাঁহার আশ্রিত।
কোরেশ-বংশজ শেখ শা' জালাল পীর
শৈশব বয়সে হ'য়ে পিতৃ-মাতৃহীন,
ভাসিলেন ভবার্ণবে ; অতি সযতনে
খুল্লতাত নিজ গৃহে পালিলেন তাঁরে।
ওই উচ্চ বেদিকায় আ'মদ কবির ;
চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট শিষ্যের মণ্ডলী,
অজিন আসনে ওই শা' জালাল পীর,
মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে ধক্ ধক্ করে।
কহিতে লাগিলা পীর আ'মদ কবির
শা' জালালে লক্ষ্য করে,—"বাবা শা' জালাল!
তোমার তপস্যা ধ্যান সম্পূর্ণ সফল,

আমি মূঢ়মতি, অতি অভাজন,
কি শকতি তাঁর করি গুণগান।
বিদ্যা-বুদ্ধিহীন, কদাচার লীন,
কেমনে দেখাব তাঁহার সম্মান॥
গুরু না ভজিনু, গুরু না সেবিনু
না লভিনু কভু পরম অর্থ।
ভবের মায়ায়, মিছে ভাবনায়,
সাধিলাম শুধু যত অনর্থ॥
এবে অনুতাপে, দহিছে হৃদয়,
কি হবে কাঁদিলে সময় গত।
'যখনকার যা, তখনকার তা,
বান গেলে তরি চলে কি তত?
কিন্তু প্রভু মোর, দয়ার সাগর,
আশা রাখি হব দয়াতে পার।
আমি ক্ষুদ্রমতি, না জানি ভকতি,
তিনি নরোত্তম জগতসার।"

* * *

গান করে' সমাপন দাঁড়ালেন এসে
আশ্রমের দ্বারদেশে; শা' জালাল পীর
ইঙ্গিতে আদেশ দিলা বসিবার তরে,
বসিলা সন্ন্যাসীবর নির্দ্দিষ্ট আসনে।

কোথায় আসিনু ধনি ? এ নহে "এমন" ;
চারিদিকে ধূ ধূ করে মরুভূ দুস্তর,
প্রচণ্ড রবির করে বালুকা কঙ্কর
ঝক্ ঝক্ ঝলসিছে অগ্নিকণা সম।
ভীমবেগে প্রবাহিত উন্মত্ত পবন ;
বালুকা কঙ্কর রাশি নাচিয়া নাচিয়া
ঊর্দ্ধপানে উঠিতেছে ঘূর্ণিপাক সহ,
অগ্নিকুণ্ড-বিনির্গত-স্ফুলিঙ্গ-সদৃশ।
কখনো বিষাক্ত বায়ু সিরক্কো সিমুম,
বহিতেছে ধূ ধূ করে' ; তাই উষ্ট্রসারি
জানু পাতি নতশিরে বালুকার স্তূপে
প্রোথিয়াছে নাসারন্ধ্র অতি সযতনে।
যে দিকে নিরখি হেরি বালুকা সাগর !
মাঝে মাঝে দূরে দূরে নিকুঞ্জ সোসর
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরূদ্যান—পথিক আশ্রম—
খর্জ্জুর-তেঁতুল-তরু-ছায়া-তলে রাজে।
কোথাও বা মরীচিকা মায়া-স্বরূপিণী
পথশ্রান্ত পথিকের করে বিড়ম্বনা,
ছায়ারূপে দেখা দিয়ে মরূদ্যান সম
কাছে গেলে বিম্বসম হইয়া বিলীন।
এ নহে "এমন" সখি ! এ নহে "এমন"

নিষ্ঠা হেরে তুষ্ট হয়ে দিনু সিদ্ধিবর।
যেদিন কৈশোরে তুমি মৃগ শাবকেরে
শার্দ্দূল কবল হ'তে করিলে উদ্ধার,
নেত্র তেজে তাড়াইয়া মৃগারি কেশরী ;
সেই দিনই বুঝিয়াছি তুমি জাত পীর।
সুচির বাসনা মোর পূর্ণ কর এবে,
ইস্লাম প্রচার তরে হিন্দুস্থানে যাও ;
লহ এই একমুষ্টি পবিত্র মৃত্তিকা,
স্বাদ-রস-গন্ধযুত ইহার সদৃশ
মৃত্তিকা পাইলে স্থিতি করিও সুস্থির।
অলৌকিক গুণযুত এ মাদুর মম
সঙ্গে লহ বাছা ; বসে' ইহার উপর
অনায়াসে পার হবে দুস্তর-সাগর।
ধর্ম্মবীর তুমি বাছা ; মাহাত্ম্যে তোমার
ভারতে ইস্লামধর্ম্ম হবে প্রচারিত—
বহু দেশ দেশান্তরে ; মর্ত্ত্যলোকে বাছা
কীর্ত্তি তব চিরকাল থাকিবে সজীব।"
নীরবিলা শা' কবির এতেক বলিয়া।
উত্তরিলা শা' জালাল বিনম্র বচনে—
"শিরোধার্য্য ভবদীয় অনুজ্ঞা আমার
হে আত ! এ অকিঞ্চন শিষ্যাধম তব

ইশ্লাম প্রচার ব্রতে আজ হতে ব্রতী।
দেহ গুরো পদরজ কর আশীর্ব্বাদ
পরকালে পাই যেন পদতলে স্থান,
এখনি প্রস্থান করি শিষ্যদল সহ ;
শুভকার্য্যে শিথিলতা যুক্তিযুক্ত নয়।"
এতেক বলিয়া পীর শেখ শা' জালাল
গুরু-পদ কোকনদ করিয়া চুম্বন,
তিন শত ষাটিজন শিষ্য সঙ্গে লয়ে,
শুভক্ষণে দিল্লীপানে করিলা প্রস্থান ॥

অষ্টম সর্গ

:০*০:

হেথায় বুর্হান শেখ কৃতকল্প হয়ে,
বাহিরিলা দিল্লীধামে করিতে গমন,
না আছে আতর নাহি সঙ্গসাথী কেহ,
অনুবল একমাত্র স্বয়ম্ভূ-ভরসা।
দু'নয়নে অশ্রু ঝরে অজস্র ধারায়,
হৃদয়ে শোকের ঢেউ উঠিছে পড়িছে,
ঝটিকা দাপটে যথা সাগর-তরঙ্গ
ক্ষিপ্তপ্রায় উঠে পড়ে কাঁপায়ে দুকূল।
ধর্ম্মনিষ্ঠ বুরহান, অটল বিশ্বাসে ;
বিশ্বপিতা পদে করি আত্মসমর্পণ,
স্বয়ম্ভূ-মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে করিতে,
শাস্ত্রের আশ্বাসবাণী করিয়া চিন্তন,
একাগ্র মননে পূজি' বিপন্ন-শরণে,
ধীরে ধীরে দিল্লী পানে করিলা প্রস্থান
জায়া-পুত্র মৃত্যু-শোক-তরঙ্গ-দাপটে,

বাহু-বিচ্ছেদন কথা যদিও তাঁহার
স্বপ্নেও জাগে না মনে, সর্ব্বাঙ্গে তথাপি
বিষম বেদনা জ্বর হয় অনুভূত।
চলিলা বুর্হান শেখ গুরু নাম স্মরি,
সম্পূর্ণ নির্ভর করি স্বয়ম্ভূ কৃপায়।
নীরব রজনী, কিন্তু কৌমুদী বিস্নাত,
মস্তক উপরে শোভে নীল নভোদেশ,
ঝলসিছে ঝিকিমিকি তারকা নিচয়,
কনকের বিন্দু যথা নীল চন্দ্রাতপে
ঝলসে নিশীথে দীপ-আলোক-ছটায়।
ঝিল্লী ডাকে ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ, কোকিল কুহরে,
উড়িয়া উড়িয়া কভু তরুশাখে বসি;
মৃদু মৃদু বহিতেছে নৈশ সমীরণ,
কোথাও বা তরুপত্র করে শর্ শর্।
চকোরী উধাও হয়ে উড়িয়া উড়িয়া,
কোথাও পীইছে সুধা হৃদয় পূরিয়া;
শারদীয় নিশাযোগে প্রকৃতি সুন্দরী
করিছেন কেলি যেন সুধার সাগরে।
প্রকৃতির স্তরে স্তরে আনন্দ স্বরূপে
বিরাজিত—হেথা যেন স্বয়ম্ভূ আপনি;
মনোহর শোভারাশি সদা সমস্বরে,

কহিছে কোবিদে যেন—বিভু দয়াময়।
এহেন নিশীথকালে বুর্হান উদ্দিন,
মৃদুমন্দ পাদক্ষেপে চলিছেন ধীরে।
দেখ কি বিধির লীলা অচিন্ত্য মহিমা,
অকস্মাৎ জ্যোতির্ম্ময় বিংশতি বর্ষীয়
সুঠাম পুরুষ এক সম্মুখে তাঁহার
ঊর্দ্ধ হ'তে নেমে এসে হৈলা আবির্ভূত।
দিব্যআভা-প্রভাকেতে জ্যোস্নাময়ী নিশা
হ'ল ক্ষীণপ্রভ যেন লজ্জায় মলিন,
বৈদ্যুতিক আলোকেতে যথা মোমবাতি,
অথবা প্রভাত তারা যথা রবিকরে,
আশ্বাসিয়া বুর্হানেরে মধুর বচনে,
কহিতে লাগিলা সেই জ্যোতির্ম্ময় নর—
"ভয় নাহি কর বাবা আমি পুত্র তব
স্বর্গ হ'তে আসিয়াছি স্বয়ম্ভু আদেশ,
এই স্বর্গ-ফল পিতঃ করহ ভক্ষণ,
শোক-তাপ-জ্বালা-জ্বর হবে অপসৃত।
অবাক হ'য়ো না বাবা হেরিয়া আমায়,
সপ্ত দিবসের শিশু ছিনু বলে' তব
যখন পাষণ্ড মোরে করিল হনন;
স্বর্গপ্রাপ্ত সবই হ'বে আমার সদৃশ।

ভুলিয়া কি গেলে পিতঃ নবির বচন
স্বর্গীয় পুরুষ হবে বিংশতি বর্ষীয়,
স্বর্গ নারী সবই হবে ষোড়শী রমণী ;
নাহি রবে জরা-রোগ-মৃত্যুর তাড়না।
যে মুহূর্ত্তে শিরশ্ছেদ হইল আমার
আত্মারূপী নবিবর আসিয়া তখনি
করিলেন কোলে মোরে অতি সমাদরে,
চলিলেন স্বর্গপানে লইয়া আমায়।
অল্প পরে এসে বাবা জননী আমার,
মিলিলেন পথে ; তাঁরে নবি মোহাম্মদ
লইলেন সঙ্গে করে বহু সমাদরে,
আঁখির পলকে স্বর্গে পঁহুছিনু যেয়ে।
স্বর্গদ্বারে যবে যেয়ে পঁহুছিনু মোরা,
স্বর্গীয় অপ্সরাগণ জয়ধ্বনি করে,
দিব্য কুসুমের হার পরাইয়া গলে,
আমাদেরে সমাদরে করিল বরণ।
সঙ্গে করে নবিবর লয়ে আমাদেরে
স্বর্গেতে দিলেন বাবা বহু উচ্চস্থান ;
দাসদাসী রূপে বাবা "হুর * গিলমান, †"

---

* সুরূপা স্বর্গীয় সেবিকা, ইহারা স্বর্গবাসী পুণ্যাত্মগণের পরিচর্য্যার জন্য নিয়োজিতা।

† রূপবান স্বর্গীয় সেবক।

সেবা তরে জুটিলেন বহু বহুতর।
অতীব সুখের স্থান এই স্বর্গধাম,
অনির্ব্বচনীয় সুখ সর্ব্বত্র বিরাজে ;
যখন যে ইচ্ছা বাবা জাগয়ে অন্তরে,
তখনি পূরণ হয় স্বয়ম্ভূ কৃপায়।
তৃষ্ণা হ'লে "শরাবন তহুরা" * লইয়ে,
অমনি অপ্সরাগণ হয় উপস্থিত ;
ইচ্ছার উদ্রেক মাত্র ফলতরু শাখা
কাছে এসে নত হ'য়ে করে ফলদান।
নাহি জরা-মৃত্যু হেথা নাহি শোকতাপ,
নির্ব্বিকার সবই বাবা আনন্দে মগন ;
স্বরূপ দেখায়ে কভু স্বয়ম্ভূ আপনি ;
দিব্যভাবে মাতোয়ারা করেন সবায়।
এহেন স্বর্গেতে পিতঃ করে দিয়ে স্থান,
কহিতে লাগিলা নবি পীযূষ বচনে ;—
"শোন এবে কেন এত আদর তোদের,
জন্ম-মৃত্যু গূঢ়তত্ত্ব কি যে তোমাদের ;
ইচ্ছাময় কোন্ ইচ্ছা করিলা পূরণ,
নিমিত্ত তোদেরে করে জগৎ মাঝারে।
সর্ব্বশক্তিমান বিভু ধ্রুবসত্য জান ;

* স্বর্গীয় অতি সুস্বাদ পানীয়।

প্রত্যেক কার্য্যের তিনি নিগূঢ় কারণ,
কিন্তু কোন কার্য্য তিনি নিমিত্ত বিহনে
না করেন কভু, এযে রহস্য তাঁহার।
শ্রীহট্টে ইশ্লামধর্ম্ম করিতে প্রচার,
স্বয়ম্ভূ তোদেরে বাছা করিলা নিমিত্ত;
বাছারে হিলাল এই মহৎ উদ্দেশ্যে,
বিধাতা তোরে রে বাছা দিয়াছিলা ভবে।
ধন্য তুমি বাছা, আর তোমার কারণ
ধন্য তব পিতামাতা; তোদের কাহিনী
মোশ্লেম-হৃদয়ে সদা থাকিবে জাগ্রত;
অনশ্বর কীর্ত্তি তোরা করিলে অর্জ্জন।"
এতেক বলিয়া নবি গেলেন চলিয়া;
তদবধি আছি মোরা বিভুপ্রেমে ভোর;
স্বয়ম্ভূ আদেশে এবে আসিয়াছি বাবা
তোমারে লইয়া যেতে দিল্লী নগরীতে।"
এতেক বলিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় নর,
কোলে করে বুর্হানেরে মুহূর্ত্ত ভিতর
ব্যোমমার্গে পৌঁছাইয়া দিল্লী নগরীতে,
পুনরায় স্বর্গধামে করিলা প্রস্থান।
স্বর্গফল ভক্ষণেতে লভি দিব্যজ্ঞান,
বিধির গূঢ়রহস্য করিয়া উদ্ভেদ,

বুর্হান উদ্দিন অতি আশ্বাসিত মনে,
লভিলা আশ্রয় এক পান্থনিবাসেতে।
করিলা মনস্থ—রাত্র হইলে প্রভাত,
দিল্লীশ্বর পদে যেয়ে করি অভিযোগ,
অত্যাচার প্রতিশোধ লইবার তরে,
যথাসাধ্য করিবেন বিহিত বিধান।

নবম সর্গ।

——:০:✻:০:——

ভারতের রাজধানী এযে দিল্লীপুরী,
কৃষ্ণতোয়া যমুনার তীরে অবস্থিত ;
ভুবন বিখ্যাত পুরী, বহু পুরাতন,
অতি পূত কীর্ত্তিস্তম্ভ হিন্দু-মোস্লেমের।
চতুষ্পার্শ্ব মর্ম্মরের প্রাচীর বেষ্টিত
শত শত রম্য হর্ম্ম্য রাজে অভ্যন্তরে ;
তোরণের উভপার্শ্বে সশস্ত্র প্রহরী ;
পুরী প্রবেশের এযে প্রশস্ত বীথিকা।
কোন সৌধপার্শ্বে রাজে নিকুঞ্জ কানন,
কোনটি শোভিত অহো লতা বিতানেতে ;
ইতস্ততঃ বিরাজিত স্থরম্য ফোয়ারা,
নিকটে বিরাজে ওই কুতুব মিনার।
জগত বিখ্যাত এই কুতুব মিনার,
লোহিত প্রস্তর আর মর্ম্মর নির্ম্মিত ;
কুতুব শাহের কীর্ত্তি বিজয় নিশান ;

জগতে এহেন উচ্চ স্তম্ভ নাহি আর।
গাত্রে বিখোদিত কত শাস্ত্র উপদেশ,
বিভুর নবতি নাম রাজে বা কোথাও;
মোহাম্মদ বেন্ শামের সুখ্যাতি নিচয়
মাঝে মাঝে রহিয়াছে কোথাও খোদিত।
এই যে বিরাজে হেথা জুমা মস্‌জিদ,
কুতুব উদ্দিন শাহ প্রতিষ্ঠিলা যাহা;
অভ্যন্তরে পঞ্চ স্তম্ভ অতি রমণীয়
চতুষ্পার্শ্ব সুবেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে।
অষ্টধাতু বিনির্ম্মিত কৃষ্ণ আভা যুত
অতীব প্রকাণ্ড এক স্তম্ভ লম্বমান
প্রাঙ্গণের পশ্চিমার্দ্ধে, বিস্ময়জনক;
বহু পুরাতন স্তম্ভ জগত বিখ্যাত।
অদূরে বিরাজে ওই ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম,
কত শত কীর্ত্তিভস্ম ধরিয়া হৃদয়ে;
শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডবারণ্য করে পরিষ্কৃত
যুধিষ্ঠির রাজধানী প্রতিষ্ঠিলা যথা।
নিকটে নিগম বেধ ঘাট বিরাজিত
খ্যাতনামা কল্লোলিনী যমুনা সৈকতে,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্নান করে যথা,
করেছিলা রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন।

আয়লো কল্পনে ! এই রাজবর্ত্মে যাই,
হেরি যেয়ে রাজবাটী অভ্যন্তর ভাগ ;
লোহিত প্রাচীর এযে রয়েছে বেষ্টিয়া
রাজবাটী ; কতশীর্ষ বিরাজে উপরে।
প্রকাণ্ড চূড়ার নিম্নে এই যে তোরণ,
উভপার্শ্বে প্রতিহারী দিতেছে প্রহরা ;
খিলান আবৃত এই প্রশস্ত সরণি
সটান চলেছে রাজবাটী অভ্যন্তরে।
চল এই পথে যাই চুপি চুপি আয়
সাবধান কেহ যেন টের নাহি পায়।
বেশ বেশ এযে এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ,
চারিদিকে রম্য হর্ম্ম্য নয়ন রঞ্জন।
স্থানে স্থানে বিরাজিত নিকুঞ্জ কানন,
মাঝে মাঝে মর্ম্মরের ফোয়ারা নিচয় ;
কোথাও বা বিরাজিত লতিকা বিতান,
অহো কি সুরম্য রাজবাটী অভ্যন্তর !
এযে সমচতুষ্কোণ হর্ম্ম্য মনোহর,
প্রতি পার্শ্বে অতি উচ্চ খিলান দরজা,
প্রতি কোণে দু'টী দু'টী গবাক্ষ সুন্দর,
মর্ম্মরের জাফরীতে রয়েছে আবৃত।
প্রতি দ্বার উপরেতে আরবী অক্ষরে,

"খিলিজী আলাউদ্দিন সিকন্দর ছানি,"
তন্নিম্নে "তারিখ হিজরী সপ্তশত দশ,
মতাবেক সহস্রেক তিনশত দশ
খৃষ্ট অব্দ ;" রহিয়াছে প্রস্তরে খোদিত।
আলাদিন সম্রাটের এই ত প্রাসাদ,
সন্দেহ নাহিক ইথে, দেখি যেয়ে চল,
দেখিবি কত যে তথা সুষমা নিচয়।
অহো কিবা মনোহর প্রাসাদ গঠন,
মর্ম্মর নির্ম্মিত মেজে, মর্ম্মরের ছাদ,
চতুষ্পার্শ্ব মর্ম্মরের দেয়াল বেষ্টিত ;
মধ্যে রাজে স্তম্ভশ্রেণী-বিম্ব আভানিভ।
সব-ই যেন চিত্রবৎ সুষমা মণ্ডিত,
কনক প্রসূন, পশু পক্ষীতে চিত্রিত ;
কোথা বা কনকতরু লতিকা নিচয়ে,
কনকের ফল ফুল রয়েছে ধরিয়া।
প্রাসাদের উপরেতে অর্দ্ধবৃত্তাকার,
মর্ম্মরের শীর্ষরাজি রাজে সারি সারি ;
যে দিকে নেহারি শুধু শিল্পের চাতুরী,
আমূল সমস্ত মণি-মাণিক্য খচিত।
পাপিয়া, দয়েল, শ্যামা, সারিকা, ময়না,
কোথা বা করিছে গান কনক-পিঞ্জরে,

সোনার শিকলে বাঁধা বাজ ভৃঙ্গরাজ,
টীয়া, তোতা, কোথাও বা করে লাফালাফি।
এযে হেথা মর্ম্মরের স্তম্ভ চতুষ্টয়,
কত শিল্প কারুকার্য্যে শোভিত চিত্রিত।
উপরেতে চন্দ্রাতপ কনক খচিত,
চতুষ্পার্শ্বে ঝুলিতেছে মতির ঝালর।
চন্দ্রাতপ নিম্নে ওই রাজছত্র শোভে,
সিংহাসনে সমারূঢ় রাজছত্র তলে,
শাহান্ শা আলাদিন সিকন্দর ছানি,
মস্তকে মুকুট মণি-মাণিক্য রচিত ;
সম্মুখেতে রাজদণ্ড স্বর্ণ বিজড়িত,
করে নিষ্কোসিত অসি করে ঝলমল ;
দুই পার্শ্বে দুই জন চামর দোলায়,
অহো কি বিরাট কাণ্ড মোশ্লেম দরবার !!
সম্মুখেতে পাত্র মিত্র আমির ওমরা,
জানুপাতি উপবিষ্ট স্ব স্ব আসনেতে,
আসে পাশে আরো আরো বহু কর্ম্মচারী,
সবিনয়ে যোড় করে আছে দাঁড়াইয়া।
হেনকালে দূত এক হ'য়ে উপস্থিত,
ছিন্নবাহু নর এক লইয়া সংহতি,
কহিতে লাগিল অতি বিনম্র বচনে,

যোড় করে "জাহাঁপানা অতি মর্ম্মান্তক
হয়েছে ঘটনা এক শ্রীহট্ট দেশেতে ;
তথাকার অধীশ্বর গউড় গোবিন্দ,
মোস্লেম-বিদ্বেষ্টা অতি, অত্যাচারে তার
উৎপীড়িত হয়ে এই ছিন্নবাহু নর
এসেছে লইতে জাহাঁপানার আশ্রয়।"
দিল্লীশ্বর আলাদিন এতেক শ্রবণে,
জিজ্ঞাসিলা লক্ষ্য করি ছিন্নবাহু নরে—
"কহ বাছা নির্ভয়েতে আমূল বৃত্তান্ত,
কি নাম তোমার আর কোথায় বসতি।
কোথায় শ্রীহট্ট দেশ, কেবা সে গোবিন্দ,
কেন, কিবা অত্যাচার করিল তোমায়,
গোবিন্দ কি বড় রাজা, কত শক্তিশালী,
একে একে সব বাছা করহ বর্ণনা।"
অশ্রু বিগলিত নেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে,
কহিল বুর্হান লুঠি' দিল্লীশ্বর পদে ;
"জাহাঁপানা সর্ব্বনাশ ঘটেছে আমার,
ফাটিছে হৃদয় শোকে কেমনে বর্ণিব ?
বুর্হান উদ্দিন শেখ এ দাসের নাম,
হিরাতে নিবাস ছিল পূর্ব্ব পুরুষের ;
বাণিজ্যের ব্যপদেশে, বিধির নির্ব্বন্ধে,

সস্ত্রীক করিনু বাস শ্রীহট্ট নগরে।
শ্রীহট্ট হিন্দুর দেশ, বহু পুরাতন,
সুবর্ণ গ্রামের পূর্ব্বে, সুরমার তীরে,
ক্ষত্রিয় বংশজ রাজা গউড় গোবিন্দ,
ইন্দ্রজাল বিদ্যা বলে অতি বলবান।
মোস্লেম-বিদ্বেষ্টা রাজা অতীব নির্ম্মম,
তাড়াইল রাজ্য হ'তে মোস্লেম প্রজায়
অত্যাচার করে করে; কালচক্র ফেরে
রয়েছিনু আমি শুধু রাজ্য অভ্যন্তরে।
জায়া মম বন্ধ্যা ছিল দেখিনু স্বপন,
গো-কোর্ব্বানি মানসেতে জন্মিবে সন্তান,
স্বপ্নের আদেশ মত করিয়া মানস
লভেছিনু পুত্র এক অতীব সুন্দর।
জাহাঁপানা পুত্র পেয়ে আনন্দিত মনে,
স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী অতি ভক্তিভরে—
সপ্তম দিবসে গরু করিয়া কোর্ব্বানি
মানস করিনু পূর্ণ পুত্র শুভ তরে।
হায় কি বিধির লীলা, হায়রে কপাল!
গো-কোর্ব্বানি বার্ত্তা শুনে গউড় গোবিন্দ
ক্রোধে অন্ধ হয়ে মোরে তনয় সংহতি
ধরাইয়া লয়ে গেল স্বকীয় প্রাসাদে।

চণ্ডাল যমের চর তাহার আদেশে,
খড়্গাঘাতে বাহু মোর করিল ছেদন,
পুত্রে দিল নরবলি চণ্ডিকা সদন ;
পুত্র শব বেঁধে দিল মম গলদেশে।
এবেশে ফিরিনু যবে স্বকীয় আলয়ে,
দারা মোর হেরে এই বিধি বিড়ম্বনা,
কাঁদিতে কাঁদিতে আর লুঠিতে লুঠিতে
তৎক্ষণাৎ ইহলোক গিয়াছে ছাড়িয়া।
জায়া-পুত্র হারাইয়া করিয়া বিলাপ,
ডাকিনু একান্ত চিত্তে জগৎ পিতায়,
অকস্মাৎ তিন জন স্বর্গীয় পুরুষ
আবির্ভূত হ'য়ে মোরে করিলা উদ্ধার।
জায়া-পুত্র উভয়েরে করে সমাহিত,
আদেশ করিয়া মোরে দিল্লীতে আসিয়া
ভবদীয় পাদপদ্মে করিতে নালিশ
আঁখির পলকে তাঁরা হৈলা অন্তর্হিত।
তাঁদের আদেশক্রমে আসিনু হেথায়,
আশা করি পাব জাহাঁপানার আশ্রয়,
প্রতিহিংসা হুতাশন অন্তরে আমার
অহরহঃ রহিয়াছে ভীম প্রজ্জ্বলিত।
বিধির কৃপায় শুধু আসিয়াছি হেথা,

পুত্র মম আত্মারূপে অন্তরীক্ষ পথে,
কোলে করে নিশিযোগে দিয়ে পৌঁছাইয়া
স্বয়ম্ভু আদেশে পুনঃ গেল স্বর্গধামে।"
কাঁদিতে কাঁদিতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে,
আমূল শোক-কাহিনী করিয়া বর্ণন,
আদেশের প্রতীক্ষায় রহিল দাঁড়ায়ে,
ঝরিতে লাগিল অশ্রু কপোল বাহিয়া।
মর্ম্ম-নিপীড়ক বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
অতীব ব্যথিত চিত্তে দিল্লীর ঈশ্বর,
ভ্রাতুষ্পুত্র সিকন্দরে ডেকে এনে কাছে,
কহিতে লাগিলা অতি বিক্ষুব্ধ অন্তরে—
"যাও বাছা অবিলম্বে শ্রীহট্ট দেশেতে,
সহস্রেক অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লয়ে;
মোস্লেম-বিদ্বেষ্টা হিন্দু পাষণ্ড গোবিন্দে
উপযুক্ত প্রতিফল দেহ যেয়ে বাছা।
ধর্ম্মরক্ষা করেছিল বুর্হান উদ্দিন,
গো-কোর্ব্বানি করে, তারে করে উৎপীড়িত
ধর্ম্মের উপরে বাছা দিলরে আঘাত
আমাদের, পাষণ্ড কাফের নরাধমে;
লহ বাছা লহ এবে প্রতিশোধ তার।
বুর্হান হইবে তব পথ প্রদর্শক,

লহ বাছা সঙ্গে করে তারেও তোমার ;
এযে ধর্ম্মযুদ্ধ বাছা ; এ যুদ্ধে তোমার
জয় হলে, উভলোকে হইবেক যশঃ।
ঢাকার নবাব হেথা কার্য্য উপলক্ষে,
আছেন সভাতে আজ এযে উপস্থিত ;
ঢাকা তক্ যাও বাছা তাঁহার সঙ্গেতে,
পঞ্চশত অশ্বারোহী তথা হ'তে নিবে।"
"জো হুকুম" বলে বীর শাহ সিকন্দর
চলিলেন সৈন্য সহ হইতে সজ্জিত।
ইতঃপর লক্ষ্য করে ঢাকার নবাবে,
কহিলেন দিল্লীশ্বর "শোন হে নবাব,
অদ্যই প্রস্থান কর সিকন্দরে লয়ে ;
প্রচুর রসদ আর সৈন্য পঞ্চশত
আরো সঙ্গে দিয়ে তারে পাঠাবে শ্রীহট্ট।"
"জো হুকুম" বলে পদে মাগিয়া মেলানি,
নবাব ঢাকার পানে করিলা প্রস্থান ;
সিকন্দর সৈন্যসহ মিলিলা আসিয়া,
দুন্দুভি, দামামা, ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।
"আল্লাহু অকবার" রবে কাঁপায়ে মেদিনী
চলিল ঢাকার পানে ভীম অনীকিনী ;
বুর্হান চলিল সঙ্গে আশান্বিত মনে,
ভক্তিভরে রাজ-পদ করিয়া চুম্বন।

দশম সর্গ।

ঃ০❋০ঃ

হেথা পীর শা’ জালাল শিষ্যবৃন্দে লয়ে,
গুরুদত্ত মাদুরেতে উত্তরি’ সাগর,
অলৌকিক গুণ বলে বিভুর কৃপায়,
অনায়াসে পৌঁছিলেন দিল্লী নগরীতে।
দিল্লীর বিখ্যাত পীর ইমাম জামিন,
সাদরে স্ব আশ্রমেতে করে দিয়ে স্থান,
যথাযোগ্য সমাদরে প্রীতি-সম্ভাষণে,
পবিত্র সন্ন্যাসিগণে করিলা তোষণ।
সিংহদ্বার সম্মুখেতে দুর্গের নিকটে
ইমাম জামিন শা’র পবিত্র আশ্রম ;
খিলিজী আলাউদ্দিন প্রায়শঃ তথায়,
অবকাশে করিতেন ধর্ম্ম আলোচনা।
আহার বিশ্রাম পরে সন্ন্যাসীর দল,
বসিলেন বৃত্তাকারে আশ্রম-সম্মুখে ;

কেন্দ্রস্থলে বসিলেন পীর শা' জালাল,
সম্মুখে বসিলা তাঁর ইমাম জামিন।
বহুক্ষণ ধ্যান মগ্ন থাকিলেন সবে ;
কোরেশ বংশজ শিষ্য শা' সিয়া তাপসে
লক্ষ্য করে, ইতঃপর শা' জালাল পীর,
ইঙ্গিতে আদেশ দিলা গাহিবারে গান।
ভক্তি-প্রণোদিত চিত্তে মুদিত নয়নে,
গাহিতে লাগিলা শিষ্য গুরুর আদেশে—

"গুরো ! তুমি মোক্ষদ্বার,
তুমি ভব কর্ণধার ;
(তব) রাতুল চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥
ভবস্রোতে ভেসে ভেসে,
পৌঁছিনু চরণে এ'সে ;
নিজ গুণে ওহে প্রভো কর মোরে পার ॥
অকূল এ পারাবার,
নাহি তার পারাপার,
(তাই) কূলেতে ব্যাকুল হয়ে করি হাহাকার ॥
গরজে তরঙ্গ ভারি,
গুরো হে ভব কাণ্ডারী ;
এ ভব পাথারে প্রভো ভরসা তোমার ॥

তব পদ অনুসরি,
আরোহি সাধন-তরি,
বিভুর করুণা লভি যাব মোক্ষাগার ॥"

গানেতে বিহ্বল হয়ে সন্ন্যাসীর দল,
আবার ধ্যানেতে সবে হইলা মগন ;
দিল্লীশ্বর আলাদিন অতর্কিত ভাবে,
পৌঁছিয়া, হেরিয়া কাণ্ড হইলা অবাক।
ধ্যান সমাপন করি সন্ন্যাসী সকলে,
চাহিলা নয়ন মেলি ; ইমাম জামিন
দিল্লীশ্বরে সসম্ভ্রমে করি সম্ভাষণ,
দিলেন আসন এনে বসিবার তরে।
দিল্লীশ্বর সকলেরে করিয়া সালাম,
বসিলা বিনম্র ভাবে নির্দ্দিষ্ট আসনে ;
অতঃপর লক্ষ্য করে ইমাম জামিনে,
জিজ্ঞাসিলা আগ্রহেতে বিনম্র বচনে—
"করুণা করিয়া প্রভো সন্ন্যাসীদলের
দেহ পরিচয় মোরে ; সৌভাগ্য আমার
মম রাজ্যে তাঁহাদের শুভ আগমনে ;
কৃতার্থ হইনু হেরে তাঁদের চরণ।"
কহিতে লাগিলা পীর ইমাম জামিন

ইঙ্গিতে করিয়া লক্ষ্য জালালের পানে—
"আমাদের কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্ট যিনি,
শ্বেতবর্ণ স্বল্প শ্মশ্রু দীর্ঘকায় নর,
হৃষ্টবপুঃ, পুষ্ট দেহ, বিশাল ললাট,
আজানু লম্বিত বাহু, মনুজ পুঙ্গব,
দিব্যদ্যুতি প্রতিভাত আস্য চক্রবাল,
অতি সিদ্ধ পীর ইনি নাম শা' জালাল;
সিদ্ধিদাতা, জাতপীর জগৎ বিখ্যাত,
চতুষ্পার্শ্বে সব তাঁর শিষ্যের মণ্ডলী।
মক্কার প্রসিদ্ধ পীর আ'মদ কবির,
মম দীক্ষাগুরু হ'ন খুল্লতাত তাঁর;
শুভক্ষণে গুরুবর করিয়া দীক্ষিত,
প্রেরণ করিলা তাঁরে ভারত মাঝার।"
ইতঃপর লক্ষ্য করে দিল্লীর সম্রাটে,
কহিতে লাগিলা পীর শেখ শা' জালাল—
"আসিয়াছি হেথা বাছা গুরুর আদেশে,
পবিত্র ইশ্লাম ধর্ম্ম করিতে প্রচার;
জীবন উৎসর্গ করি এই মহাব্রতে,
আসিনু ভারতে মোরা ছাড়িয়া আরব।"
অতঃপর আলাদিন "প্রভো শা' জালাল,
বাল্যাবধি শুনিতেছি তোমার কাহিনী;

স্বয়ম্ভূ কৃপায় আজ পূরিল বাসনা,
ভঞ্জন হইল চক্ষু কর্ণের-বিবাদ।
সার্থক হইল আজ আমার জীবন,
হেরিয়া তোমার প্রভো রাতুল চরণ ;
দয়া করে অভাগারে করহ দীক্ষিত,
সুচির মানস সাধ পূর্ণ কর মোর।
কৃপা করে থাক প্রভো রাজ্যে অধমের,
এ আশ্রমে কিছুর-ই না হইবে অভাব ;
অবকাশে অকিঞ্চন সেবিবে চরণ,
আবশ্যক অনাটন করিবে জোগাড়।"
ইতঃপর শা' জালাল করুণা করিয়া,
দীক্ষিত করিলা রাজর্ষভ আলাদিনে ;
দিল্লীরাজ গুরুপদ করিয়া চুম্বন,
রাজপাটে অতঃপর করিলা গমন।
সে অবধি দান করি ধর্ম্ম উপদেশ,
শিষ্যগণ সহ পীর শেখ শা' জালাল,
ইস্লাম প্রচার ব্রতে হয়ে মাতোয়ারা,
করিতে লাগিলা বাস জামিন-আশ্রমে।

একাদশ সর্গ

-ঃ০*০ঃ-

ধর্ম্ম-মদোদ্দৃপ্ত শাহ সিকন্দর গাজী,
অশ্বারোহী অনীকিনী লইয়া সংহতি,
ঢাকার নবাব সনে যথাকালে আসি,
পৌঁছিলা নবাব পাটে সুবর্ণগ্রামেতে।
অতীব সুন্দর এই নবাবের পুরী
প্রতিষ্ঠিত মহানদ ব্রহ্মপুত্র তটে ;
চৌদিকে প্রাচীর, মধ্যে নবাব প্রাসাদ ;
ইতস্ততঃ কুঞ্জবন নয়নরঞ্জন।
প্রাসাদের পার্শ্বে রাজে প্রকাণ্ড মস্‌জিদ,
মস্‌জিদ-সম্মুখে বহু সুরম্য ফোয়ারা ;
অদূরে বিরাজে এক ফলের বাগান
কত জাতি ফল তথা রয়েছে ধরিয়া।
নানা জাতি পাখী বসে ফলতরু শাখে,
মাতায় হৃদয় মন মধুর কূজনে ;
মাঝে মাঝে বিরাজিত পুষ্পতরু কত,

শাখায় শাখায় রাজে নানা জাতি ফুল।
চাটুকার অলিকুল মকরন্দ লোভে,
এ ফুলে ওফুলে বসি উড়িয়া উড়িয়া,
গুন্ গুন্ গান করে মাতায়ে প্রসূনে;
লুঠিতেছে মুখ-মধু চুম্বিয়া চুম্বিয়া।
প্রাকৃতিক দৃশ্য হেরি মনেতে জাগয়,
স্বরগের প্রতিকৃতি এ পুরী নিশ্চয়।
নিবসি নবাব পাটে ক্লান্তি করে দূর,
প্রভাতে শা সিকন্দর বিভুনাম স্মরি,
যথেষ্ট রসদ আর সৈন্যদল লয়ে,
করিলা শ্রীহট্ট পানে যুদ্ধ অভিযান।
অতীব দুর্গম পথ অরণ্য আকীর্ণ,
আরণ্য জীঘাংসু পশুরাজির আশ্রম;
মাতঙ্গ বৃংহতি আর শার্দ্দূল নিনাদ,
প্রায়শঃ হৃদয়ে করে আতঙ্ক সঞ্চার।
এহেন ভীষণ বর্ত্ম করি অতিক্রম,
বিভুর কৃপায় গাজী শাহ সিকন্দর,
সৈন্যসহ নিরাপদে পোঁছিয়া শ্রীহাটে,
উপযুক্ত স্থানে কৈলা শিবির স্থাপন;
পালাক্রমে প্রহরায় রাখিয়া প্রহরী,
অনন্য মননে পূজি' বিপন্ন শরণে.

সিকন্দর পট্টাবাসে লভিলা বিশ্রাম ;
তাঁবুতে তাঁবুতে সৈন্য করিল শয়ন।
গাজীর মনস্থ নিশি হ'লে অবসান,
উষাতে বিভুর ধ্যান করে সমাপন,
প্রভাতে প্রেরিয়া দূত গোবিন্দ সদন,
করিবেন যথাযথ যুদ্ধ আয়োজন।

দ্বাদশ সর্গ

-০❋০-

বিস্তীর্ণ প্রান্তর এক গোচারণ মাঠ,
গোবিন্দের রাজধানী দ্বিক্রোশ দক্ষিণে,
সুরমার পর পারে এযে অবস্থিত—
গুটাটীকরের পাশে; জন প্রাণীহীন।
তাত নয় একি! একি!! এযে তাঁবু সারি
সুরম্য পটমণ্ডপ অতি সুরচিত;
কত শিল্প কারুকার্য্যে সুষমা মণ্ডিত,
ওই যে বিরাজে মাঠ করিয়া উজ্জ্বল!!
লোকে লোকারণ্য মাঠ নহেত নির্জ্জন,
চৌদিকে প্রহরীগণ দিতেছে প্রহরা;
পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ আজ নিরজন,
আতঙ্কে সমস্ত লোক গেছে পলাইয়া।
আয় লো কল্পনে আয় হেরি যেয়ে চল,
এ নির্জ্জন মাঠে আজ একি যে ব্যাপার;
আয় চল যাই পটমণ্ডপের কাছে,

চুপি দিয়া দেখি কেবা ভিতরে ইহার।
দেখেছি দেখেছি এযে সিকন্দর গাজী,
ওযে ছিন্নবাহু নর বুর্হান উদ্দিন;
এযে দূত যোড়করে আছে দাঁড়াইয়া,
চুপ্ চুপ্ শুনি কি যে হয় আলাপন।
জলদ গম্ভীর স্বরে সিকন্দর গাজী,
কহিতে লাগিলা দূতে করিয়া আহ্বান;—
"যাও দূত, যাও গৌড় গোবিন্দ সকাশে,
এই পত্রখানি মোর দাও যেয়ে তারে।"
"জো হুকুম" বলে দূত করিল প্রস্থান;
হেথা সিকন্দর গাজী সৈন্যগণে ডেকে,
সজ্জিত হইতে সবে দিলেন আদেশ;
পাছে অকস্মাৎ অরি হয় উপনীত।
পূর্ব্বেই গোবিন্দ রাজা গুপ্তচর মুখে,
মোস্লেমের অভিযান-বারতা শুনিয়া
পাত্রমিত্র সকলেরে করে সমবেত,
মনস্থ করিয়াছিল করিতে মন্ত্রণা।
হেনকালে দূত যেয়ে হয়ে উপস্থিত,
সসম্ভ্রমে পত্রখানা রাজ-করে দিয়া,
উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিল দাঁড়ায়ে;
দূতে হেরে পাত্রমিত্র সকলি স্তম্ভিত।

সচিবের হাতে রাজা পত্রখানি দিয়ে,
পড়িয়া শোনাতে তারে করিল আদেশ ;
সকলি স্তবধচিতে অতি মনোযোগে,
কান পেতে রহিলেক শুনিতে বারতা।
সচিব খুলিয়া পত্র পড়িতে লাগিলা—
শোনহে শ্রীহট্টরাজ গউড় গোবিন্দ,
বুর্হান উদ্দিন শেখ তোমার পরজা,
পাশব অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচারে তব,
দিল্লীশ্বর পদে যেয়ে করেছে নালিশ।
ধর্ম্মের আদিষ্ট কার্য্য করাতে পালন,
উৎপীড়িত করে তারে করেছ আঘাত
ধর্ম্মের উপরে তুমি মোস্লেম জাতির ;
প্রতিশোধ নিতে তাই আসিয়াছি আমি।
বশ্যতা স্বীকার কর, হও মোসলমান,
নতুবা ধরম যুদ্ধে হও আগুসার ;
মিটাব আহবে তব বিদ্বেষ-বাসনা,
দেখাব ধর্ম্মের তেজ মোস্লেম-জাতির।
সজোরে পড়িয়া পাতি মন্ত্রী হৃষিকেশ,
স্বগত বিক্ষুব্ধচিতে ভাবিতে লাগিলা—
"রাজধর্ম্ম বিগর্হিত কোপ-জাত বিষ,
অঙ্কুরিত হয়ে, হল বৃক্ষে পরিণত ;

জানি না কি বিষফল ধরিয়া অচিরে,
কি যে মহা অমঙ্গল করে সংঘটন।”
সকলি বিষণ্ণচিত্ত নিস্পন্দ নীরব,
আত্মহারা ভেবাচেকা কাণ্ডজ্ঞানহীন’
ভীষক-নিরাশ-বাণী শুনে রোগী যথা,
অথবা আসামী যথা শোনে বধাদেশ।
অকস্মাৎ হুহুঙ্কারি গউড় গোবিন্দ
আস্ফালিয়া খরসান কহিল গর্জ্জিয়া—
“সেনাপতি যাও ত্বরা কর যুদ্ধসাজ,
দেখ কি আস্পর্দ্ধা করে পাষণ্ড যবন
প্রবেশিয়া রাজ্যে মম; দেখাব এখনি
দেখাব ক্ষত্রিয় বাহু কত শক্তিধর।
মরি মরি কি আস্পর্দ্ধা!! শৃগাল হইয়া
করেছে যুঝিতে সাধ কেশরীর সনে;
বালুকা হইয়া সাধ রোধিতে সাগর,
পঙ্গু হয়ে তুঙ্গ গিরি করিতে লঙ্ঘন।
এখনি ঘুচাব তার মতির বিভ্রম,
যাও ত্বরা সেনাপতি কর যুদ্ধসাজ;
বাজুক দামামা-ডঙ্কা-দুন্দুভি-বিষাণ,
সাজুক সৈনিকবৃন্দ সমরের সাজে।”
ইতঃপর আহ্বানিয়া স্বকীয় দূতেরে,

কহিল গোবিন্দ "দূতে দেহ তাড়াইয়া,
চূণ কালী দিয়ে আর শ্মশ্রু পুড়াইয়া
লাঞ্ছিত করিয়ে ; অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে দিয়ে
কর তারে অচিরাৎ সুর্ম্মানদী পার।"
"যে আজ্ঞা" বলিয়া দূত মোস্লেম-দূতেরে,
অতীব লাঞ্ছিত করে দিল তাড়াইয়া।
অতঃপর সেনাপতি বিষণ্ণ বদনে—
"মহারাজ স্থির হও, দেখহ ভাবিয়া
কার সনে যুদ্ধ এবে গেল যে বাধিয়া ;
মোস্লেম-সম্রাট মহাবীর আলাদিন ;
তাঁর সেনাপতি এই সিকন্দর গাজী।
এ যুদ্ধ সামান্য বলে' ভেবনা রাজন,
এ যুদ্ধের ফলাফল অতীব ভীষণ,
রাঠোর তোমরা বংশজাত বীরগণ,
কত শক্তিশালী ছিল, তবুও তাহারা
নারিয়া আটিতে রণে তাহাদের সনে,
অবশেষে হইয়াছে লাঞ্ছিত বিধ্বস্ত।
লজ্জাকর ব্যবহার করিলে হে রাজা,
মোস্লেম দূতের সনে ; যে ইহা শুনিবে
সেই আমাদেরে রাজা দিবে যে ধিক্কার ;
কুত্রাপি কেহ না করে দূতে অপমান।

যা হ'ক ; মন্ত্রণা করে ওহে নৃপবর
এখন কর্ত্তব্য কি যে কর নির্দ্ধারণ॥
সন্ধি করা ভাল কি, না যুদ্ধ অনিবার্য্য,
দেখা যাক সবে মিলে বিবেচনা করে।"
ইতঃপর মন্ত্রীবয় কহিতে লাগিলা—
"ভাব দেখে তব রাজা হৈনু বুদ্ধিহারা,
কি বলি কেমনে বলি দিশা নাহি পাই ;
ভাগ্য সনে বুদ্ধিনাশ হয়ে বুঝি যায়,
নিয়তি সুমতি বুঝি করে দেয় লোপ॥
এখনো ধৈরজ ধর ওহে মহীপাল,
বশ্যতা স্বীকার কর, দেখি চেষ্টা করে,
কার্য্যকরী হয় কি না সন্ধির প্রস্তাব ;
এ সময়ে অমঙ্গল অতীব নিশ্চিত।"
এতেক শুনিয়া রাজা রাগে অন্ধ হয়ে,
লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল গর্জ্জিয়া—
" ছি ছি ছি ছি ! তোমাদের মন্ত্রণা শুনিয়া
ঘৃণা হয় মনে ; না না শুনিব না আমি
কাহারো মন্ত্রণা ; যাও যাও সেনাপতি
সত্বর যাইয়া কর যুদ্ধ আয়োজন।"
ভাবিয়া মনেতে বিধি সম্পূর্ণ-ই বাম,
যুদ্ধের করিলা সাজ মন্ত্রী, সেনাপতি ;

চৌদিকে দামামা ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল,
"সাজ" "সাজ" রবে যেন কাঁপায়ে মেদিনী
অসি ভল্ল গদা লয়ে সাজিল বাহিনী,
মন্ত্রসিদ্ধ অগ্নিবাণ লইয়া গোবিন্দ
সুর্ম্মা নদী পার হ'য়ে সমর প্রান্তরে,
উপনীত হয়ে, কৈল ব্যূহ-বিরচন।
যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ সিকন্দর গাজী,
অর্দ্ধবৃত্তাকার ব্যূহ করিয়া রচনা
দক্ষিণ বাহুতে স্থাপি সমির উদ্দিনে,
বাম বাহু নেতা করে সয়ফুল্লা বীরে ;
আপনি ব্যূহের কেন্দ্রে করি অবস্থান,
শাস্ত্রের পবিত্র বাণী করিয়া আবৃত্তি,
শোনাইয়া পুরাতন বীরত্ব কাহিনী ;
যুদ্ধ তরে করিলেন সবে উত্তেজিত।
"দীন দীন" রবে সবে উঠিলা মাতিয়া
কাঁপিয়া উঠিল ধরা আহব-আরাবে।
সিকন্দর শাহ বীরে করিয়া আহ্বান,
কহিতে লাগিল রাজা গোবিন্দ গর্জ্জিয়া—
"অরে রে দুর্ম্মতি ম্লেচ্ছ হ'রে অগ্রসর,
মিটাইয়া দেই তোর সমরের সাধ,
সাধ করে লোষ্ট্র তুই করিলি নিক্ষেপ

ভীমরুলের চাকে, এবে সামাল নিজেরে।
উত্তরিলা সিকন্দর "অরে রে কাফের,
আয় তোরে এক কোপে পাঠাই রৌরবে,
ভোগ্ যেয়ে নরকের দুঃসহ যাতনা ;
আয় দেখ মোস্লেমের বাহুবল কত।
নিরাশ্রয় বুর্হানেরে করে অত্যাচার,
বেড়েছে আস্পর্দ্ধা তোর, ছিছি লজ্জা নাই
কেমনে দূতের প্রতি অরে রে পাষণ্ড,
করিলিরে আজ পুনঃ মন্দ ব্যবহার।
অসভ্য বর্ব্বর ভিন্ন কে করেরে কোথা,
"ছি ছি ছি ছি যে শুনিবে দিবেরে ধিক্কার
রাজা নামে কৈলি তুই কলঙ্ক আরোপ।"
এইরূপে উভদলে বাক্‌যুদ্ধ করে,
অতঃপর আরম্ভিলা অস্ত্র নিক্ষেপন।
দেখ কি বিধির লীলা, গউড় গোবিন্দ
মন্ত্রসিদ্ধ অগ্নিবাণ করিয়া নিক্ষেপ
মুহুর্মুহুঃ প্রতিপক্ষ সৈন্যের উপরে,
ঘটাইল বিড়ম্বনা নিয়তির ফেরে।
সমস্ত মোস্লেম সৈন্য ছিল অশ্বারোহী,
অগ্নিবাণে অশ্বরাজি হয়ে ভীতিগ্রস্ত,
হ্রেষা রবে পলাইল ছুটিয়া পশ্চাতে ;

প্রাণপণে বীরগণ নারিলা থামাতে।
বুঝিলেন সিকন্দর পদাতিক বিনে,
এক্ষেত্রে জয়ের আশা শুধু বিড়ম্বনা;
সুদূর নিভৃত এক প্রান্তরে যাইয়া
রহিলেন করে তাই শিবির স্থাপন।
প্রেরণ করিয়া দূত দিল্লী নগরীতে,
পদাতিক সৈন্য সহ অনুবল তরে,
রহিলেন তথা করে স্বয়ম্ভূ ভরসা,
অনুদিন পথপানে করিয়া প্রতীক্ষা।

ত্রয়োদশ সর্গ

-ঃ০❋০ঃ

জয়োল্লাসে বিশ্বধরা, ভাবি ক্ষুদ্রতম শরা
গোবিন্দ ফিরিল পাটে লম্ফ ঝম্ফ দিয়া।
জয় জয় গরজিয়া, বসুন্ধরা কাঁপাইয়া
পশ্চাতে চলিল সৈন্য উল্লাসে মাতিয়া॥
রাজপুরী পাশে এসে, ফুল্লমনে হেসে হেসে
আশীষ বচনে সবে করিয়া বিদায়।
বিজয়ে প্রফুল্ল হয়ে, বিজ্ঞাপিতে রাণীদ্বয়ে
বিজয়-বারতা, রাজা অন্তঃপুরে যায়॥
হেথা বসে রাণীদ্বয়ে, ভয়ে সন্ত্রাসিত হয়ে,
কত অমঙ্গল চিন্তা করিছে চিন্তন।
কখনো ফুল্লরা দাসী, পথপানে দেখে আসি,
রাণীদ্বয়ে বার্ত্তা দেয় করিয়া গমন॥
ভাবে চপরাণী মনে, হেরেছিনু যা স্বপনে,
বিধাতা কি বাম হয়ে ঘটাইল আজ।

আর কিরে পতিধনে, হেরিব না দু'নয়নে,
ছারখার হবে কি রে এ সোমার রাজ ॥
আমি ক্ষুদ্রমতি নারী, কেন যে বুঝিতে নারি,
যবন-শিশুর রাজা দিয়ে নরবলি।
অনর্থক সাধে সাধে, ডেকে এনে এ বিপদে
ডুবাইল রাজ্যপাট ডুবাল সকলি ॥"
আশ্বাসিয়া মহিষীরে, কহে বিনোরাণী ধীরে,
"অনর্থক কেন বোন করিছ চিন্তন।
ইন্দ্রজাল বিদ্যাবলে, তাড়াইয়া অরিদলে,
অচিরে আসিবে রাজা মোদের সদন ॥
হঠাৎ গোবিন্দরাজ, অঙ্গেতে বীরের সাজ,
সদর্পে প্রবেশ করি অন্দর মহলে।
বিজয়ে বিস্ফীত হয়ে, বীরত্ব-কাহিনী কহে,
আহ্লাদিত পুলকিত করিল সকলে ॥
বিজয়-বারতা শোনে, মিলে পৌর নারীগণে,
উল্লাসে মাতিয়া সবে দিল হুলাহুলি।
আনন্দে বিভোর হৈয়া, লাজভয় পাশরিয়া,
রাণীদ্বয় সনে রাজা করে কোলাকোলি ॥
অতঃপর মহারাণী চপলা সুন্দরী,
প্রেম-গদগদ স্বরে জিজ্ঞাসিলা ধীরে—
"মহারাজ, কহ শুনি সমর বারতা,

কার সনে কেনই বা বেধেছিল রণ,
অরিগণে কিরূপে বা করিলে বিধ্বস্ত,
কোন পক্ষে কত ক্ষতি হইল রাজন ?
অকস্মাৎ হে রাজন চলে গেলে রণে,
ভয়েতে অস্থিরা হয়ে হারায়ে সম্বিত,
কত যে ভাবিনু মোরা, কত যে কাঁদিনু,
কত চিন্তা পর পর জেগেছিল মনে !
কভু দুঃস্বপন কথা করিয়া চিন্তন,
আতঙ্কে বিধুরা হয়ে করিনু রোদন ;
ভাবিনু নিয়তি বুঝি স্বপনের বাণী,
অক্ষরে অক্ষরে আজ ফলাইয়া দিল।
এখনো অন্তরে রাজা ভীতি-প্রতিক্রিয়া,
আলোড়িত করিতেছে মম অন্তঃস্থল,
এখনো শোকের ঢেউ ছুটিয়া ছুটিয়া ;
প্রবাহিত হইতেছে প্রতি ধমনীতে।”
এতেক শ্রবণে রাজা আশ্বাস বচনে,
কহিতে লাগিলা “রাণি, কেন এত ভয় ?
ভয়ের কারণ আমি কিছুই না হেরি,
ক্ষত্রিয়-তনয় আমি বীরের সন্ততি,
দৈববলে বলী, পুনঃ চামুণ্ডা কৃপায়
মন্ত্রসিদ্ধ অগ্নিবাণ থাকিতে আমার,

আসুক না যুদ্ধে তবে সমগ্র-সংসার ;
তবু না ডরিব রণে ; কারণ তত্রাপি
নারিবে করিতে স্পর্শ কেশাগ্র আমার
পাষণ্ড যবন সেই বুর্হান উদ্দিন,
লইয়াছে এবে দিল্লীপতির শরণ ;
দিল্লী হ'তে সৈন্য লয়ে সিকন্দর গাজী
এসেছিল মম সনে করিতে সমর।
চামুণ্ডা কৃপায় মম অগ্নিবাণ-ত্রাসে,
তাহাদের অশ্বগণ হয়ে সন্ত্রাসিত ;
ছুটে গেল তীরবেগে ছাড়ি রণভূমি ;
বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ করিয়াছি জয়।
বুর্হান আসিয়াছিল তাহাদের সনে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুনঃ গেছে পলাইয়া ;
বুঝেছি তাহার শোকে বিদ্রবিত হয়ে,
দিল্লীশ্বর সৈন্যদল পাঠাইয়া ছিল।"
এতেক শ্রবণ করি দ্বিতীয়া মহিষী,
কহিতে লাগিলা অতি গম্ভীর বচনে—
"ভেবে দেখ স্থিরভাবে ভীষণ সমর,
অচিরে বাধিবে পুনঃ, দিল্লীর ঈশ্বর
অতীব প্রতাপশালী যবন-সম্রাট।
ছটিবে কি সে রাজন সামান্য বাধাতে ?

ভয় হয় মহারাজ, অচিরে আবার
পঙ্গপাল সম সৈন্য পৌঁছিবে আসিয়া,
কি মহা আপদ রাজা মস্তক উপর!
রাণীর স্বপন নাথ! ফলেছে আংশিক
তাতেও রয়েছে বহু ভয়ের কারণ;
সময় থাকিতে প্রভো হও সাবধান,
পায়ে ধরি অনর্থক দর্প নাহি কর।
পাত্রমিত্রগণ সনে করিয়া মন্ত্রণা,
যুক্তিযুক্ত হয় যাহা করহ সুস্থির;
বিলম্ব না কর রাজা না হও নিশ্চিন্ত,
নিশ্চয় সমর কিন্তু বাধিবে আবার।"
বিরক্ত হইয়া রাজা কহিতে লাগিল—
"তোদের মন্ত্রণা আর নারিব সহিতে,
ক্ষত্রিয়া ভামিনী হয়ে এত ভয় মনে,
কত যে বুঝানু তবু নারিনু বুঝাতে
তোরা কি ভাবিছ মোরে ননীর পুতুল?"
এতেক বলিয়া রাজা বিষণ্ণ বদনে
পূজা-সন্ধ্যা তরে গেল চামুণ্ডা মন্দিরে;
হেথা বসে রাণী ঘরে ভাবিতে লাগিলা—
কি কৌশলে আনিবেক পতিরে সুপথে।

চতুর্দ্দশ সর্গ

প্রাসাদ সম্মুখে মঞ্জু নিকুঞ্জ কাননে,
প্রভাত সময়ে দিল্লীশ্বর আলাদিন ;
তাপস-কুল-পঙ্কজ শা' জালাল সনে
করিছেন নিরিবিলি কথোপকথন।
বিহায়স-কম-কণ্ঠ-নিঃস্থত-শিঞ্জন,
মধু-মত্ত ভ্রমরের কপট গুঞ্জন ;
কলির সলজ্জ আস্য, কুসুমের হাসি
প্রেমোন্মত্ত সমীরের হৃদয় উচ্ছ্বাস
নেহারি শ্রবণ করি দিল্লী-মহীপাল,
ভাবিছেন কভু "বুঝি মানব-নিকর,
প্রকৃতির অঙ্কে থাকি চুষিয়া চুষিয়া
প্রাকৃতিক গুণ, গড়ে স্বকীয় প্রকৃতি ;
প্রকৃতিতে আছে যথা কপট ভ্রমর
তেমতি মানবে হের লম্পটের দল,
মক্ষিকা যেমতি বসে অক্ষত শরীরে

ইতি উতি ক্ষতস্থান করে অন্বেষণ ;
তেমতি মানবে হের পরশ্রীকাতর
অনর্থক পর কুৎসা করে বিরচন।
স্বভাবের আশীবিষে দুগ্ধ করে দান
পালহ কিন্তু সে জ্ঞান প্রতিদানে তার
নিশ্চয়ই করিবে হলাহল উদ্গীরণ ;
মানবেও আছে সর্পধর্ম্মি-কুলাঙ্গার।
প্রকৃতির ফলতরু মৃত্তিকা নীরদ,
বিশ্বপ্রাণবায়ুঃ—যথা মানবের হিতে
আছে সদা নিয়োজিত ; দেবধর্ম্মি-নর
তেমতি পরার্থ তরে বদ্ধপরিকর।"
ভাবিতে লাগিলা পুনঃ শাহ আলাদিন,
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে আপনা বিস্মরি ;—
"কেমনে এ গূঢ়তত্ত্ব নিগূঢ় রহস্য
স্বতঃই অন্তরে মোর হইল উদ্ভেদ ;
বুঝি গুরু শা' জালাল করুণা করিয়া
জাগাইলা মনোমাঝে এই তত্ত্ব সার।
অহো! কি বিমল ভাব দিব্যজ্ঞান সনে
জাগিয়া উঠিল মনে ; যে দিকে নেহারি
বিভুর করুণা হেরি ; করুণা নিদান
প্রকৃতির স্তরে স্তরে যেন অনুস্যূত।"

এইরূপে ভাবাবেশে থাকিয়া বিভোর,
বহুক্ষণ পরে পুনঃ পাইয়া চেতন ;
নিবেদিলা দিল্লীপতি শা জালাল পদে
ভক্তি গদগদ স্বরে চিন্তিত অন্তরে—
"গুরুবর ! কৃপা করে কর আশীর্ব্বাদ,
ভ্রাতুষ্পুত্র মম করি বৈর নির্য্যাতন,
ফিরে যেন নিরাপদে অচিরে আবার,
সুদূর শ্রীহট্টে গুরো ! প্রেরিনু তাহায়।
তথাকার অধীশ্বর গউড় গোবিন্দ,
মোশ্লেম-বিদ্বেষ্টা অতি। নিয়তির ফেরে
বুর্হান উদ্দিন নামে জনৈক মোশ্লেম
সস্ত্রীক করিত বাস রাজ্যেতে তাহার।
নিঃসন্তান আছিল সে ; পরে স্বপ্নাদেশে,
পুত্র তরে গো-কোর্ব্বানি করিয়া মানস
লভি পুত্র করেছিল মানস পূরণ ;
তাহাতে জন্মিল কোপ রাজার অন্তরে।
পিতা-পুত্রে এনে রাজা হয়ে কি নিষ্ঠুর,
পুত্রে দিল নরবলি কালিকার কাছে ;
পিতার দক্ষিণ বাহু করিল বিচ্ছিন্ন,
পুত্র-শব বেঁধে দিল পিতৃ-গলদেশে।
পৈশাচিক অত্যাচারে—শোকে জায়া তার

কাঁদিতে কাঁদিতে কৈল প্রাণ বিসর্জ্জন,
জায়া-পুত্র হারাইয়া বুর্হান উদ্দিন,
লয়েছিল আসি হেথা আমার আশ্রয়।
প্রতিশোধ লইবারে ভ্রাতুষ্পুত্রে মম
পাঠাইয়া দিনু তাই শ্রীহট্ট নগরে;
সঙ্গে মহারথী সৈন্য দিয়াছি বিস্তর
আশীষ' হে গুরো! যুদ্ধে জয় যেন হয়।"
ধর্ম্মবীর শা জালাল এতেক শ্রবণে,
মর্ম্ম-নিপীড়িত হয়ে কহিতে লাগিলা—
"কি শোনালে বাছা মোরে; বিঁধিল মরম
হৃদি-বিদারক বার্ত্তা আকর্ণন করি;
বুঝিনু শ্রীহট্টরাজ অসুর প্রকৃতি,
তমোগুণ বলবান স্বভাব তাহার।
তমোগুণ মানবের মানবত্ব নাশি,
ক্রমে নরে অধোমুখে করি প্রধাবিত,
অসুরত্ব প্রদানিয়ে করয়ে পিশাচ,
সত্ত্বগুণ কিন্তু বাছা ঊর্দ্ধপথগামী
এই গুণ ক্রমে ক্রমে দেবত্ব প্রদানি,
মানবে ক্রমশঃ তোলে উন্নতি-শিখরে;
রজোগুণ মানবের মানবীয় গুণ,
এ গুণ মনুজে বাছা সাজায় সংসারী।

শ্রীহট্ট নিশ্চয় হবে উপযুক্ত স্থান
ধর্ম্ম প্রচারের তরে, হেন ক্ষেত্রে বাছা
পূত ধর্ম্ম পরচার অতীব উচিত ;
অদ্যই প্রস্থান আমি করিব তথায়।”
এতেক বলিয়া পীর আজন্ম কুমার,
আশ্রমে গমন করি, শিষ্যদল সহ
ইমাম জামিন হ’তে লইয়া বিদায়
চলিলা শ্রীহট্ট পানে গুরু নাম স্মরি।
দিল্লীরাজ শা’ জালালে করিয়া বিদায়,
উঠিলেন অন্তঃপুরে করিতে গমন ;
সিকন্দর শা’র দূত হেনকালে আসি
দাঁড়াইয়া যোড়করে কহিতে লাগিল—
“জাহাঁপানা নিরাপদ আছেন সকলি ;
বিধি দুর্ব্বিপাকে কিন্তু সমরে মোদের
ঘটিয়াছে বিড়ম্বনা ; শ্রীহট্ট-নৃপতি
ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানে ; অগ্নিবাণে তার
ভীত হ’য়ে বাজীরাজি ছুটে তীরবেগে
ছেড়ে গেল রণভূমি ; প্রাণপণে কেহ
নারিলা থামাতে হয়ে ; হয়ে নিরুপায়
সুদূর প্রান্তরে মোরা স্থাপিনু শিবির।
আসিয়াছি জাহাঁপানা অনুবল তরে,

পদাতিক বিনে তথা যুদ্ধ অসম্ভব ;
পরাজিত হ'য়ে অতি বিক্ষুব্ধ অন্তরে,
সকলি আছেন শুধু পথপানে চেয়ে।"
পরাজয়-বার্ত্তা শুনে শাহ আলাদিন
সৈয়দ নাসির বীরে করিয়া আহ্বান,
কহিতে লাগিলা "যাও শ্রীহট্ট নগরে,
দ্বিসহস্র পদাতিক সৈন্য সঙ্গে লয়ে,
নিয়তির চক্রফেরে সিকন্দর গাজী
পরাজিত হয়ে রণে প্রেরিলা দূতেরে
পদাতিক অনীকিনী অনুবল তরে,
যাও ত্বরা সৈন্যসহ দূতের সংহতি।
অব্যাজে প্রস্থান কর, পাইবে রাস্তায়
তাপস-কুল-তিলক শা' জালাল পীরে ;
তিনিও অনতিপূর্ব্বে করিলা প্রস্থান,
মিলিয়া তাঁহার সনে যাইও শ্রীহট্টে।"
নাসির উদ্দিন বীর এতেক শ্রবণে,
অবিলম্বে মহারথী সৈন্যগণে লয়ে,
জালালের সৈন্য সনে মিলিলেন বত্নে,
সম্মিলিত সৈন্যদল চলিল শ্রীহট্টে।
শা' জালাল পীরে বরি সেনাপতি পদে,
ইস্লামের "অর্দ্ধচন্দ্র" করিয়া উড্ডীন,

"দীন" "দীন" "দীন" রবে কাঁপায়ে ধরণী,
শ্রীহট্টের পানে সবে কৈলা অভিযান।

পঞ্চদশ সর্গ।

-০✻০-

রাণীদের সনে বাকবিতণ্ডা করিয়া,
অতীব বিরক্ত হয়ে শ্রীহট্ট নৃপতি,
চামুণ্ডা মন্দিরে গিয়া দেবীর সাক্ষাতে
সাষ্টাঙ্গে ভকতি ভরে হ'ল দণ্ডবৎ।
নতশিরে পুরোহিতে করি প্রণিপাত,
দেবীর প্রসাদ বর করিয়া গ্রহণ,
ক্ষুব্ধমনে পুরোহিতে করিয়া আহ্বান
কহিতে লাগিলা রাজা সমর বারতা।
"গুরুবর! আজ রণে তব আশীর্ব্বাদে
চামুণ্ডার কৃপাবলে অরাতি নিকরে
শুধু দিব্যশক্তি বলে বিনা রক্তপাতে
তাড়ায়েছি রাজ্য হ'তে করিয়া লাঞ্ছিত।
পাতকী বুর্হান শেখ দিল্লীধামে যেয়ে
করিয়াছে অভিযোগ সম্রাটের পায়,
দিল্লীশ্বর তার শোকে বিদ্রবিত হয়ে

পাঠাইয়াছিল সৈন্য প্রতিশোধ তরে।
অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিফল এবে
পাইয়াছে হাতে হাতে; দেখায়ে দিয়েছি
চামুণ্ডা দেবীর বরে—ইন্দ্রজাল বলে,
কত শক্তিশালী আমি এ মহীমণ্ডলে।
রণক্ষেত্রে মুহূর্ত্তেক টিকিতে নারিয়া
অগ্নিবাণ তেজে মম, যবন-বাহিনী
ইতস্ততঃ তীর বেগে গেল পলাইয়া
অনায়াসে লভিয়াছি অনশ্বর যশঃ।
আশীর্ব্বাদ কর গুরো! যেন চিরদিন
দেবীপদ-কোকনদে থাকে মোর মন,
ইহলোকে কীর্ত্তি যশঃ করিয়া অর্জ্জন,
পরলোকে পাই যেন দেবীর চরণ।”
বিজয়-বারতা শুনি বিদর্পিত হয়ে,
উত্তরিলা ইতঃপর পূজারি ব্রাহ্মণ—
“মহারাজ কোন ভয় নাহিক তোমার,
দেবীর প্রসাদে তুমি অজেয় জগতে;
সতত প্রসন্না দেবী তোমার উপর,
উভ লোকে হবে তব জয় জয়কার।
পাষণ্ড যবনগণে করে বিতাড়িত,
যে যশঃ করেছে লাভ সমর প্রান্তরে

এ যশঃ অক্ষয় তব, এ যশের গুণে
পরকালে ইন্দ্রলোক হবে তব লাভ।
সমর-বিজয়-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
নাচিছে হৃদয় মম পুলক আবেশে,
আশীর্ব্বাদ করি যেন চিরদিন তুমি
এরূপে করিতে থাক পাষণ্ড দলন।”
ইতঃপর দেবীপদে দণ্ডবৎ হয়ে,
প্রণমিয়া পুরোহিতে লভিয়া বিদায়,
ধীরে ধীরে মহারাজা অন্তঃপুর পানে,
নবতেজে ফুল্ল মনে করিল প্রস্থান।

ষোড়শ সর্গ

-*-

হেথা পীর শা' জালাল গুরুনাম স্মরি,
সম্রাটের সৈন্যদলে অনুবর্ত্তী করে,
সৈয়দ নাসির বীরে লইয়া সংহতি,
শ্রীহট্টের অভিমুখে করিলা প্রস্থান।
জালালের অলৌকিক প্রতিভার গুণে,
শ্রান্তি, ক্লান্তি, পথভ্রান্তি কিছুই না ভোগি,
যথাকালে নিরাপদে পৌঁছিয়া ঢাকায়,
সুবর্ণগ্রামেতে সবে লভিলা বিশ্রাম।
নবাবের সম্ভাষণে সম্প্রীত হইয়া,
করিয়া নবাব পাটে রজনী যাপন,
নিশা অবসানে পুনঃ তাপস রতন
চলিলা শ্রীহট্ট পানে বিভুনাম স্মরি।
পশ্চাতে চলিল সারি সারি সৈন্যগণ,
বামপার্শ্বে চলিলেন নাসির উদ্দিন,
সঙ্গে সঙ্গে চলিলেক পতাকা বাহক,

মোস্লেম-জাতীয়-ধ্বজা করিয়া উড্ডীন।
যথাকালে নদরাজ ব্রহ্মপুত্র তীরে,
উপনীত হয়ে, পীর ভূমা করুণায়
গুরুদত্ত মাদুরেতে করি আরোহণ
অনায়াসে উত্তরিলা খরস্রোত নদ।
সৈন্যগণে তরি যোগে নদ পার করে
নাসির মিলিলা সঙ্গে ক্ষণকাল পরে,
"আল্লাহু আকবর" রবে কাঁপায়ে মেদিনী,
চলিল আরণ্য পথে মোস্লেম-বাহিনী।
অতীব দুর্গম বর্ত্ম গিরি সমাকীর্ণ,
লক্ষ লক্ষ দেবদারু রাজে উভপাশে;
প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড শিলাস্তম্ভ পরে,
খট্টাকারে কোথাও বা রয়েছে বিস্তৃত;
পার্শ্বে তুঙ্গ শিলাখণ্ড থাকি লম্বমান,
ছায়াদান করি যেন নিবিড় অরণ্যে
সৃজিয়াছে পান্থজন বিশ্রামের স্থান;
হেরে বোধহয় যেন দৈত্য বিরচিত।
কোথা বন্য তুরঙ্গম, কোথা বা কুরঙ্গ
কোথা করীযূথ, কোথা ভুজঙ্গ নিকর,
কোথা বা কেশরী, কোথা মর্ক্কট নিবহ
নিরাতঙ্কে ইতস্ততঃ করিছে বিরাজ।

এহেন দুর্গম পথে তাপস পুঙ্গব,
সৈন্যগণে লয়ে সনে অনায়াসে আসি,
যথাকালে মিলি শাহ সিকন্দর সহ
আদেশিলা সৈন্যদলে স্থাপিতে শিবির।
অনুবল প্রাপ্ত হয়ে সিকন্দর গাজী,
স্বস্তিলাভ করে, সবে অতি সমাদরে
তোষিলেন যথাসাধ্য প্রীতি-সম্ভাষণে ;
শা' জালালে করিলেন অতীব সম্মান।
বুর্হান পাগলপ্রায় আত্মহারা হ'য়ে,
জালাল-পাদ-পঙ্কজ করিল চুম্বন ;
পীরবর তার শোকে বিদ্রবিত হয়ে,
আশ্বাসিলা তারে অতি মধুর বচনে।
গাজীর বিধ্বস্ত সৈন্য নবতেজে মাতি,
"আল্লাহু আকবর" রবে কাঁপায়ে নিখিল
নবাগত সৈন্যসহ মিলি গলে গলে
পরস্পরে করিলেক প্রীতি-সম্ভাষণ।
জালালের অনুজ্ঞাতে সমগ্র বাহিনী
প্রত্যুষে সুস্থির করি যুদ্ধ অভিযান,
আহারান্তে স্বয়ম্ভূর উপাসনা করি,
বিশ্রামার্থ স্ব স্ব স্থানে করিল প্রয়াণ।
শা' জালাল, সিকন্দর, নাসির উদ্দিনে

সঙ্গে লয়ে আরাধনা করি সমাপন,
বিভুর মাহাত্ম্য-চিন্তা করিতে করিতে,
গাজীর পট-মণ্ডপে লভিলা বিশ্রাম।
সিকন্দর, জালালের পরিচর্য্যা করে,
ভক্তিভরে পাদপদ্ম করিয়া চুম্বন,
উল্লাসে বিভুর ধ্যান করিতে করিতে,
স্বকীয় শয্যায় যেয়ে করিলা শয়ন।

সপ্তদশ সর্গ

বিভাবরী অবসানে 'এমন'-রতন,
প্রাভাতিক উপাসনা করি সমাপন,
আদেশিলা সিকন্দরে, নাসির উদ্দিনে,
সত্বর করিতে অভিযান আয়োজন।
অনুজ্ঞা ঘোষণামাত্র দামামা বিষাণ,
"সাজ" "সাজ" "সাজ" রবে উঠিল বাজিয়া;
তাড়াতাড়ি সৈন্যগণ যুদ্ধসাজ পরি,
সারি করে দাঁড়াইল, হইয়া প্রস্তুত।
ইতঃপর মহাবীর নাসির উদ্দিন,
সৈন্যগণে তিনদলে করিয়া বিভক্ত,
অগ্রণীদলের নেতা শা' জালালে করে,
বরিলা তাঁহারে সবে সেনাপতি পদে।
দ্বিতীয় দলের নেতা করে সিকন্দরে,
আপনি তৃতীয় দলে হইয়া অগ্রণী,
আদেশিলা সৈন্যদলে হ'তে অগ্রসর,

চলিল সৈনিকদল "দীন" "দীন" রবে।
অরুণ উদয় কালে সমর প্রান্তরে
উপনীত হয়ে করে ব্যূহ বিরচন,
বীরত্রয় নিজ নিজ অনুবর্ত্তী দলে,
প্রদানিলা যথাযথ যুদ্ধ উপদেশ।
হেথায় শ্রীহট্টপতি দূত প্রমুখাৎ,
জ্ঞাত হয়ে মোস্লেমের বিরাট বাহিনী,
করেছে ছাউনি পুনঃ সমর প্রান্তরে;
সত্বর করিল মহাযুদ্ধ আয়োজন।
সৈন্যগণে লয়ে রাজা নদী পার হয়ে,
যুদ্ধক্ষেত্রে অচিরাৎ হয়ে উপস্থিত,
যথাযথ সৈন্যব্যূহ করিয়া রচনা,
আদেশিল সমরের করিতে ঘোষণা;
রণডঙ্কা উভসৈন্যে উঠিল বাজিয়া,
ধ্বনিল ভীষণ রূপ সমর প্রান্তর,
বীর হুহুঙ্কারে বসুন্ধরা থরহরি,
কাঁপিয়া উঠিল যেন প্রলয় বিষাণে।
সদর্পে শ্রীহট্টরাজ লম্ফ ঝম্প দিয়া,
ধর্ম্মবীর জালালের সম্মুখীন হয়ে,
দিব্যতেজ দিব্যআভা করি বিলোকন,
দাঁড়ায়ে রহিল কাষ্ঠপুত্তলিকা যথা।

অভ্যন্তরে পঞ্চআত্মা কাঁপিয়া উঠিল,
কণ্ঠেতে হইয়া গেল বাক্‌শক্তি লোপ ;
ভাবি মনে ইনি বুঝি "সাম যাদুকর"*—
সভয়ে সসৈন্যে ত্বরা করিল প্রস্থান।
ইতঃপর শা' জালাল গম্ভীর বচনে,
কহিতে লাগিলা রাজা গোবিন্দে আহ্বানি,
"ছাড় রাজা বৃথা গর্ব্ব—বৃথা অহঙ্কার,
ধর্ম্মের আলোক লভি পূত কর মন,
পূজ' শুধু অদ্বিতীয় এক পরমেশে,
এক ভিন্ন নাহি অন্য উপাস্য জগতে।
অসার মুরতি পূজা করি পরিহার,
লহ এক নিরাকার স্বয়ম্ভু-শরণ ;
অবিদ্যা-তামসরাশি বিদূরিত হয়ে—
স্বতঃই উদিত হবে জ্ঞানের কিরণ।
মোস্লেমের ধর্ম্মগুরু ভবকর্ণধার,
মোহাম্মদ নবিবর স্বয়ম্ভু-প্রেরিত ;
তাঁর প্রদর্শিত পথ করহ গ্রহণ—
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম সবই পাবে রাজা।
নতু সমরের সাজ অস্ত্র-শস্ত্র ত্যজি,
বশ্যতা স্বীকার করে কর কর দান,

* সিরিয়া দেশের যাদুবিদ্যা বিশারদ মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি।

অথবা ধরম যুদ্ধে হয়ে অগ্রসর,
অদৃষ্টের ফলাফল করহ পরীক্ষা।"
এতেক শ্রবণ করি শ্রীহট্ট-ভূপতি,
কহিতে লাগিল "আমি বুঝি না এ সব
ধরমের কূটতত্ত্ব ; হও আগুসার
সমরে পরীক্ষা হবে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য।
পরাজিত হই যদি হব মোসলমান,
জয়লাভ করি যদি তবে তোমাদেরে
একে একে বলি দিব চামুণ্ডা সদনে,
ধর অস্ত্র যদি তবু কর রণসাধ।"
উত্তরিলা বীরবর "কর তবে রণ,
ধরিব না অস্ত্র আমি আজ এ সমরে,
দেখাব ইশ্লাম-ধর্ম্ম-প্রভাব অচিরে,
বিলম্বে কি কায তবে হও আগুসার।"
শ্রীহট্ট ধরণীপাল এতেক শ্রবণে,
মুহুর্মুহুঃ অগ্নিবাণ করিল নিক্ষেপ,
বিধির মাহাত্ম্যে বাণ প্রত্যাহত হয়ে,
পড়িতে লাগিল নিজ সৈন্যের উপর।
হতাশ্বাস হয়ে রাজা না হেরি উপায়,
সেনাপতি সচিবের উপদেশ মানি,
রণসাজ পরিহরি জালালের কাছে—

ইতঃপর করিলেক বশ্যতা স্বীকার।
কহিতে লাগিল রাজা "হে তাপসমণি!
কৃপা করে চল এবে পুরীতে আমার,
পাত্র মিত্রগণ সনে পরামর্শ করে,
যুগপৎ তব কাছে হইব দীক্ষিত।"
পীরবর শা' জালাল সবাকারে লয়ে
মাতুরেতে সুর্ম্মানদী হইয়া উত্তীর্ণ,
শ্রীহট্ট-নৃপতি-পুরে উপনীত হয়ে,
সৈন্যগণে আদেশিলা স্থাপিতে শিবির।
বুর্হান, শা' সিকন্দর, নাসির উদ্দিনে,
ইতঃপর পীরবর সঙ্গে করে লয়ে,
গোবিন্দের অনুনয়ে প্রসন্ন হইয়া,
প্রীত মনে রাজপাটে করিলা গমন।
যথাযোগ্য সম্ভাষণে তুষ্ট করে সবে,
কহিল শ্রীহট্ট-ভূপ বিনীত ভাষণে—
"শা' সাহেব দয়া করে দেখাও মহিমা
সন্দেহ ভঞ্জন কর স্বগুণ প্রকাশি,
সপ্ততল এবে মোর চামুণ্ডা মন্দির
ওই যে মন্দিরে মোর চিরারাধ্যা দেবী;
ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে শুধু এ দেবী মন্দির
বিগ্রহ সহিত যদি পার চূর্ণিবারে,

নিশ্চয়ই সকলে মোরা হব মোসলমান,
ভক্তি ভরে তব কাছে হইয়া দীক্ষিত।”
ইহা শুনি শা’ জালাল বিভুনাম স্মরি,
ক্ষণকাল হেঁটমুখে কি যেন ভাবিয়া,
আদেশিলা শা’ পরানে সহোদরে তাঁর
সজোরে “আজান” দিতে মন্দিরের কাছে।
আরম্ভিলা শা’ পরান সজোরে “আজান,”
“আজানের” সঙ্গে সঙ্গে চামুণ্ডা মন্দির
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল বিগ্রহ সহিত,
কাণ্ড হেরে সবে হল বিস্ময়ে আপ্লুত।
শা’ জালালে লক্ষ্য করে গোবিন্দ রাজন,
কহিতে লাগিল অতি বিনম্র বচনে,
“পীরবর, আজ যেয়ে করুন বিশ্রাম,
কাল প্রাতে সবে মোরা হব মোসলমান;
অন্তরঙ্গ জন সনে পরামর্শ করে,
সবে মিলি এক সঙ্গে হইব দীক্ষিত।
এতেক শুনিয়া পীর বিদায় হইয়া,
সঙ্গীত্রয় সনে আসি স্বকীয় শিবিরে,
গুরুদত্ত মৃত্তিকার সাদৃশ্য হেরিয়া,
তথাকার মৃত্তিকাতে স্থাপিলা আস্থান।
সান্ধ্য উপাসনা সবে করি সমাপন

জয়োল্লাসে স্ফীত হয়ে নবতেজে মাতি;
সকলে নিদিধ্যাসনে পীরের চৌদিকে,
স্বয়ম্ভু-ধ্যানেতে বসি হইলা বিভোল।
ইতঃপর পুনরায় নৈশ উপাসনা
সবে মিলে সমাপিয়া, করিয়া আহার,
বিভুর মাহাত্ম্য ধ্যান করিতে করিতে,
স্ব স্ব স্থানে সবে যেয়ে করিলা বিশ্রাম.

অষ্টাদশ সর্গ।

-০❋০-

অশান্ত ব্যাকুল পিষ্ট কাল নিষ্পেষণে
হতবুদ্ধি ক্লিষ্টচিত শ্রীহট্টনরেশ—
কলে ছলে শা’ জালালে করিয়া বিদায়,
ভাবিছে নির্জ্জনে হেথা নিরাশ অন্তরে—
“হায় বিধি! একি ছিল ভবিতব্য লিপি?
বিধি হয়ে কেন তব এহেন অবিধি?
আজন্ম ভকতি ভরে দেবদেবী পূজে
অন্তিমে লভিনু একি প্রায়শ্চিত্ত তার?
চামুণ্ডা দেবীর পূজা ষোড়শোপচারে
সতত করিনু কিন্তু অন্তিমে আমায়,
নিঃসহায় ফেলে তিনি কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিমিষে সুখের স্বপ্ন টুটিল সহসা!
তন্ত্রবল মন্ত্রবল দেবদেবী বল—
সবই কি অসৎ যথা আকাশ-কুসুম?
অথবা মরুভূ-দৃষ্ট-মৃগতৃষ্ণা সম

পান্থজন-পথ-বিঘ্ন-গতি-পঙ্গু শুধু ?
অথবা অসার যথা নিশার স্বপন,
অলীক অনৃত শুধু কল্পনা প্রসূত ?
সব মিথ্যা ছল মায়া, সব ভোজবাজী ?
দুর্দ্দান্ত কালের সৃষ্টি নিখিল জগৎ !
নাহি বিধি, নাহি কেহ বিধাতা জগতে ?
অন্ধ কাল যথা ইচ্ছা করিছে সৃজন ?
আবার বিনাশি সব করি ছারখার
খেলিতেছে মায়াখেলা এ বিশ্ব-সংসারে।
অলীক শাস্ত্রের বাণী ছলনা চাতুরী ?
এও শুধু মানবের কল্পনা নিঃসৃত ?
পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম মনের কল্পনা ?
অসৎ, অনৃত নহে বিধির বিধান ?
ভাঙ্গিল মায়ার ঘুম টুটিল স্বপন !
কোথা যাই ! হৃদি জ্বালা কোথায় জুড়াই !!
পারি না ! পারি না ! আর সহিতে পারি না !!
জ্বলে যায় ! জ্বলে যায় ! হৃদয় আমার !!
একি ! একি !! এযে ভীম বিকট মূরতি
দানব আসিছে রোষে করাল ব্যাদানে !!
গ্রাসিবে কি ! গ্রাসিবে কি !! গ্রাসিবে কি মোরে !!!
কোথা যাই ! কোথা যাই !! কোথায় পলাই !!!

ওকি ! ওযে বিষধর ভীম অজগর !!
মরিনু ! মরিনু হায় !! মরিনু এবার !!!
রক্ষা নাই—রক্ষা নাই—কোথায় পলাই !!
নিগূঢ় অরণ্যপথে করি পলায়ন ;
যাই—এই পথে যাই প্রবেশি গহনে।
আরণ্য শ্বাপদে আর কেন করি ভয় ?"

ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ওহে নরেশ্বর,
ভার্য্যা, পরিজন, প্রজা, অনুগত জনে,
নিঃসহায় ফেলে একা নিজ প্রাণ লয়ে
ছি ! ছি ! ছি ! কেমনে তুমি যাও পলাইয়া !
বুঝিলে না বুঝিলে না ওহে ভ্রান্ত রাজ ?
শান্তিপথ পরিহরি চলিলে বিপথে,
সম্মুখে নরকাবর্ত্ত অতি ভয়ঙ্কর,
ফির ফির ওই দেখ শান্তি-নিকেতন।
পুণ্যশ্লোক শা' জালাল নৃকুল-পঙ্কজ,
হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত শান্তি উপাসক,
তাঁহার আশ্বাসবাণী উপেক্ষা করিয়া,
কেন সাধে ঘটাইছ নিজ বিড়ম্বনা ?
এহেন পবিত্র মহাপুরুষ আশ্রয়ে,
অচিরে অশান্তি জ্বালা হয়ে বিদূরিত,

হৃদয়ে বিমল শান্তি উঠিত জাগিয়া ;
ভুভলোকে হ'ত তব সদ্‌গতি লাভ।
গেলে হে রাজন! হেন সুযোগ ছাড়িয়া,
অতি দূরদৃষ্ট তুমি বুঝিনু নিশ্চয়,
মুকুতির ঋজু পথ ছেড়ে সাধে সাধে,
চলিলে তির্য্যক্‌মার্গে ভীষণ রৌরবে।

ঊনবিংশ সর্গ।

>০❋০<

নিশা অবসানে পীর তাপস-ভাস্কর
প্রাভাতিক আরাধনা করি সমাপন,
বুর্হান, শা' সিকন্দর, নাসির উদ্দিনে
সঙ্গে লয়ে চলি গেল গোবিন্দ-প্রাসাদে।
পদার্পণ করে তথা করিয়া শ্রবণ,
নিশাযোগে পলায়েছে শ্রীহট্ট-নৃপতি,
আহ্বানিয়া পাত্রমিত্র পুরবাসি-জনে,
তাহাদের অভিমত জিজ্ঞাসিলা পীর।
সকলেই অচিরাৎ নির্দ্বিধ অন্তরে
পীরের করুণা হেরে আশ্বাসিত হয়ে;
স্বইচ্ছায় ভক্তিভরে চুম্বিয়া চরণ,
যুগপৎ করিলেক বশ্যতা স্বীকার।
পীরবর সকলেরই সংস্থান করি,
বুর্হানেরে যথাযোগ্য প্রদানি' জাগির,
সিকন্দরে বসাইয়া রাজ-সিংহাসনে,

তুষিলা প্রকৃতিপুঞ্জে আশ্বাস-বচনে।
সৈয়দ নাসিরে আর শিষ্য কতিপয়ে
ধর্ম্ম প্রচারের তরে অনুজ্ঞা প্রদানি',
যথাবৎ উপদেশ দিয়া তাহাদেরে
পাঠাইলা বীরবর শ্রীহট্ট জুড়িয়া।
অবশিষ্ট শিষ্যগণে নিজ সঙ্গে রাখি
ইশ্লাম প্রচারে হয়ে বদ্ধপরিকর,
আশ্রমে বসতি করে পীর তপোধন,
করিতে লাগিলা দান ধর্ম্ম-উপদেশ।
সৌদামিনী-প্রভা সম কৃপাক্তে তাঁহার,
অচিরে অবিদ্যা-ঘন-তামস বিনাশি
নবতেজে পূতপ্রভা করি বিকীরণ
শ্রীহট্টে ইশ্লামধর্ম্ম হল পরচার।
চৌদিকে ঘোষিত হল ইশ্লাম-বিজয়,
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অতীব নিশ্চয়।

বিংশ সর্গ।

উপসংহার।

*

(১)

প্রকৃতি নাট্য-মন্দির, যবনিকা কাল,
অঙ্কে অঙ্কে জীবচয়,
করিতেছে অভিনয়,
নিয়তি সাজায় দৃশ্য থাকি অন্তরাল।

(২)

নব রসে নব দৃশ্য নব অঙ্কে ভাসে,
রাগিণী রাগের সঙ্গে,
অঙ্কে অঙ্কে রঙ্গে ভঙ্গে,
নিয়তি "প্রকৃতি-লীলা" কোবিদে প্রকাশে।

(৩)

নবম অঙ্কের শেষে যবনিকা পাত,
এ অঙ্কের অভিনয়ে,

এক পালা শেষ হয়ে,
নূতন পালার পুনঃ হয় সূত্রপাত।

(৪)

শেষাঙ্কে নিয়তি অন্ত করি পুরাতন,
তাহারি কঙ্কালোপরি,
নূতন সৃজন করি,
ক্রমশঃ উন্নত ভাবে দেখায় নটন।

(৫)

সৃষ্টি-স্থিতি ভাঙ্গা-গড়া বিধির মনন,—
প্রকৃতির মহানীতি,
উন্নতি-সোপান-ভিত্তি,
"প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" গরিষ্ট পোষণ।

(৬)

এ নীতির গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে নারিয়া,
অদৃষ্টে রয়েছে যাহা
নিশ্চয় ঘটিবে তাহা,
ভাবয়ে ভ্রমান্ধ নর মায়াতে মজিয়া।

(৭)

অদৃষ্ট কর্ম্মের ফল অন্য কিছু নয়,
না বুঝে এ তত্ত্ব সার,

দোষ দেয় বিধাতার,
অপোগণ্ড নরে লভে অদৃষ্ট আশ্রয়।

(৮)

প্রাকৃতিক "বিশ্বকোষ" কাব্যের ভারতী,
প্রচারিছে নিতি নিতি,
প্রকৃতি-অলঙ্ঘ্যনীতি,
জাগায়ে কোবিদ-চিত্তে বিধি অনুরতি।

(৯)

এ তত্ত্ব উন্মেষে হয় জ্ঞানের উদয়,
ভেদজ্ঞান পরিহরি,
আরোহি উন্নতি তরি,
ভগবৎ প্রীতি লভে ভাবুক নিচয়।

(১০)

প্রকৃতির নীতি পালি' যেই জন চলে,
দেশ-কাল-পাত্র স্মরে
স্বকার্য্য সাধন করে,
ক্রমে ক্রমে উঠে সে-ই উন্নতি-অচলে।

(১১)

প্রাকৃতিক নীতি যেবা করে উল্লঙ্ঘন,
অধঃপাতে সুনিশ্চয়

যায় সেই নীচাশয়,
ক্রমশঃ নিরয়বর্ত্মে করিয়ে গমন।

(১২)

অবিদ্যা-কুহক বশে ভ্রমান্ধ মানব,
স্বার্থে পরমার্থ ভানে,
পূজা করে ঈশ জ্ঞানে,
অন্তিমে তাদেরি স্থান ভীষণ রৌরব।



শুদ্ধিপত্র।

বহিখানি পাঠ করিবার পূর্ব্বে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১২	ঈশান	নৈঋত
২	৪	নিধি	সিন্ধু
৬	১	শ্রীহট্টে	শ্রীহাটে
২৩	২	নিষ্ঠর	নিষ্ঠুর
২৭	৯	সমীতন	সমীরণ
২৮	৩	গুরু	তরু
২৯	১৯	করে	কার
৩০	২	উথলিত	উথলিল
৩৩	৭	উতলা	উতলা ?
৩৬	১১	মরি	সবি
৪১	১০	কাকুতি	কাকূতি
”	১৩	তোর	তোরা
৪৩	৬	চোপি	চুপি
৪৪	১৪	অগ্নিকুল সমুদ্ভূত	অতি প্রস্তু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫২	৬	চলিছে	ঢলিছে
৫৩	১৪	খেমঙ্কর	ক্ষেমঙ্কর
৫৭	২১	করে	কার
৭৭	১৫	আদেশ	আদেশে
৭৮	৫	মুহুর্ত্তে	মুহূর্ত্তে
১০৫	১০	ধৈরজ	ধৈরষ
১০৭	১০	করেরে	কবেরে

[বিঃ দ্রঃ—১০৭ পৃষ্ঠায় ১১শ পংক্তি "দূতেরে লাঞ্ছিত করে করে অপমান" ভ্রমবশতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পংক্তিটি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া লইবেন।]

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৭	১৭	মুহূর্মুহুঃ	মুহুর্মুহুঃ
১১০	১৩	কহে	ক'য়ে
১১১	২০	বলী,	বলী
”	”	কৃপায়	কৃপায়,
১১২	১	যুদ্ধে	যুদ্ধ
”	”	তবে	ভরে
১১৩	১৩	মন্ত্রণা	যন্ত্রণা
”	১৯	ঘরে	দ্বয়
১১৪	৫	শিঞ্জন	শিঞ্জন

	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৬	১৭	হয়ে কি নিঠুর,	হায় কি নিঠুর
১১৬	২১	অত্যাচারে	অত্যাচার
১২২	২১	করেছে	করেছ
১২৫	২১	রিরাজ	বিরাজ
১৩৮	৫	মুকুতির	মুকতির
১৩৯	৪	চলি গেল	চলিলেন
১৪১	১	যবনিকা	জবনিকা
”	৯	”	”
